ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৯ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 12 April, 2023 ■ আগরতলা ১২ এপ্রিল, ২০২৩ ইং ■ ২৮ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কেন্দ্রীয় প্রকল্প ১০০ শতাংশ রূপায়ণ নিশ্চিত করতে হবে ঃ ডোনার মন্ত্রী

মঙ্গলবার আগরতলায় বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প নিয়ে ডোনার মন্ত্রী পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রিদের উপস্থিতিতে। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। কেন্দ্রীয় উত্তর পূর্ব উন্নয়ন, পর্যটন ও সংস্কৃতি মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি-র উপস্থিতিতে আজ সচিবালয়ে রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নিয়ে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। সভায় কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির অগ্রগতি, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়।

সভায় রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় আলোচনাকালে কেন্দ্রীয় ডোনার, পর্যটন ও সংস্ক'তিমন্ত্রী জি কিষাণ রে- বলেন, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি রূপায়ণে সরকারি আধিকারিকদের আরও বেশি উদ্যোগী হয়ে কাজ করতে হবে। প্রকল্পগুলি রূপায়ণে ১০০ শতাংশ সাফল্যও সুনিশ্চিত করতে হবে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির সুফল সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের কাছে যাতে পৌঁছায় তার জন্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের একযোগে কাজ করতে হবে।

প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে কোনও ধরনের সমস্যার সম্মখীন হলে তা সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি ডোনার মন্ত্রকের নজরে নিয়ে আসার জন্য তিনি আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, দিল্লিতে গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট সামিট অনুষ্ঠিত হবে। এই লক্ষ্যে আগামী দিনে রাজ্যে যেসমস্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ব্যাপক সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে সেই ক্ষেত্রগুলির তালিকা তৈরি করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের পরামর্শ দেন।

পর্যালোচনা সভায় পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী রাজ্যে রূপায়িত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির অগ্রগতি, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেনটেশনের মাধ্যমে বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি জানান, সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যপূরণে অগ্রগতির সূচকে ত্রিপুরা পারফর্মার রাজ্য থেকে উন্নীত হয়ে 'ফ্রন্ট রানার' রাজ্য হিসেবে উঠে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনায় রাজ্যে ২ লক্ষ ৪৪ হাজার ৬৯ জন ক'ষকের ব্যাঙ্ক একাউন্টে ৫৫৩.১৬ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ফসল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেপরোয়া যান কেড়ে নিচ্ছে প্রাণ

একদিনে রাজ্যে পৃথক স্থানে দূর্ঘটনায় মৃত্যু চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত দুই, আহত চারজন। ঘটনা লংতরাইভ্যালী মহকুমার মনু থানাধীন দেও রিজার্ভ ফরেস্ট ভিলেজের ১১ কিলোমিটর এলাকায়। মৃতরা হল হামিরুং রিয়াং(৮), পিতা অলিন্দ্র রিয়াং, বাড়ি গছিরাম পাড়া। মানিক্য রিয়াং (৫৫), পিতা কন্দরাম রিয়াং, বাড়ি নেপাটিলা থানার অন্তর্গত ডেমছড়া ভিলেজে। আহতরা হল অলিন্দ্র রিয়াং (৪৩), পিতা চৈতন্য রিয়াং। অভিরাম রিয়াং(৪৩), পিতা রবিন্দ্র রিয়াং।. জালিরুং রিয়াং(১৪), পিতা অলিন্দ্র রিয়াং,। জনবতি রিয়াং (৩০), স্বামী লালমোনপোইয়া রিয়াং। আহতদের বাড়ি গছিরাম পাড়ায়।

জানা যায় গছিরাম পাড়া থেকে এমজেড ০২-এ-৩৭২৪ নম্বরের বলোরো গাড়ি যাত্রী নিয়ে মনুর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। সকাল আনুমানিক ১০টা ৪৫ মি নাগাদ ১১ কিলো আসলে দ্রুত গতিতে আসা গাড়িটি গতি হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায়। গাড়ির চাকার নিচে পড়ে মাথা থেঁতলে যায় ৮ বছরের হামিরুং রিয়াং এর। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মানিক্য রিয়াং নামে অপর একজনের। চারজন যাত্রী গুরতর আহত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে ছুটে আছে মনু থানার পুলিশ সহ মনু ফায়ার সার্ভিস। ময়নাতদন্তের জন্য দুটি মৃতদেহ মনু হাসপাতাল মর্গে নিয়ে আসা হয়। আহত চারজনের চিকিৎসাও চলছে মনু। তবে দুএকজনের আবসা আশংকাজনক বলে খবর। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এদিকে, খোয়াই মহকুমার চম্পাহাওর থানার পোড়াবাড়ি এলাকায় একটি ট্রিপার গাড়ি চাকার নিচে পরে মৃত্যু এক ব্যক্তির। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে। জানা যায় মঙ্গলবার আশারাম বাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের পোড়াবাড়ি এলাকায় একটি ট্রিপার গাড়ির নিচে পড়ে খন্ড খন্ড হয়ে যায় এক ব্যক্তি। এলাকাবাসী উত্তেজিত হয়ে ট্রিপার গাড়ি চালক জীবন দেবকে গণধোলাই দিয়ে আহত করে। চাম্পাহাওয়র থানার পুলিশ চালকের উদ্ধার করে নিয়ে আসে খোয়াই জেলা হাসপাতালে। জেলা হাসপাতাল থেকে সাথে সাথে তাকে জিবি হাসপাতালের রেফার করা হয়। চালকের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক।

অন্যদিকে, কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে বাইকের ধাক্কায় গুরতর আহত হয়েছিল দুইজন রাজমিস্ত্রি। ঘটনা সোমবার রাতে বোধজং নগর থানায় অন্তর্গত দূর্গা চৌধুরীপাড়া এলাকায়। দমকলকর্মীরা তাঁদেরকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যান। আজ সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় উসমান মিয়া(৩২)-র মৃত্যু হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অফিসটিলায় চুরি, নগদ টাকা দামি সামগ্রী লুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। বাড়ির লোকেদের অনুপস্থিতিতে বিশালগড় অফিসটিলা নতুনপল্লী বাসুদেব চক্রবর্তীর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি, মঙ্গলবার দুপুর ২:০০ টা পরিবারের সদস্যরা বাড়ি এসে দেখতে পারেন ঘরের দরজা লাগানো তারা ভাঙ্গা রয়েছে। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দেখতে পান ঘরের সমস্ত কিছু লন্ডভন্ড হয়ে রয়েছে শোকেস ভেঙে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জল বোর্ডের অফিসে কর জমা দিতে গিয়ে হয়রানি, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। কর জমা দিতে এসে চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ সাধারণ মানুষের। দীর্ঘক্ষন লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে কর্মীদের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পুর এলাকাবাসী। ওই ঘটনায় মঙ্গলবার সকালে রবীন্দ্র ভবন সংলগ্ন জল বোর্ডের দপ্তরে কিছুক্ষনের জন্য উত্তেজনা ছড়িয়েছিল।

জনৈক ভোক্তার অভিযোগ, সকাল সাড়ে দশটা থেকে জলের কর জমা নেওয়ার নিয়ম দপ্তরে। কিন্তু কর্মচারীরা দপ্তরে আসেন দেরি করে। সকাল সাড়ে নয়টা থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন তিনি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো কর্মচারী দপ্তরে আসেননি। তিনি বলেন, প্রতিদিন দূর দূরান্ত থেকে ভোক্তারা কর জমা দিতে এসে হয়রানির শিকার হচ্ছেন। কর্মচারী না আসার ফলে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাড়িয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

তিনি আরও বলেন, সরকারি কর্মচারীদের দেরিতে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁদের থেকে প্রশ্নের কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। ওই ঘটনাকে ঘিরে কিছু ক্ষনের জন্য দপ্তরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল।

মতিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে পদত্যাগ করতে চিঠি ব্লক চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। এক সপ্তাহের মধ্যে বক্সনগর বিধানসভার মতিনগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রিনা দাস বিশ্বাসকে পদ ত্যাগ করতে চিঠি দিয়েছে বক্সনগর ব্লক চেয়ারম্যান। চিঠিতে বলা হয়েছে পঞ্চায়েত প্রধানের বিভিন্ন কাজকর্মে খুশি নন জনগন তাই আগামী ১৫ এপ্রিল এর মধ্যে নিজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য বলা হয়েছে।

এই বিষয়ে জানতে চাইলে প্রধান বলেন একটি চিটি পেয়েছি তবে কেন এই চিটি আসলো জানি না ,আমি পঞ্চায়েতের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে মিটিংয়ে বসবো। জনগণ অসন্তুষ্ট হবে এমন কোন কাজ আমি করিনি। পদ ত্যাগ নিয়ে প্রশ্ন করলে প্রধানের উওর আমাকে পদত্যাগ করতে হবে এমন কোন কাজ আমি করিনি। তবুও এই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেইনি।

কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিবো। তবে এই ঘটনার পর থেকে গুঞ্জন তাহলে কি নির্বাচনের পর শাসক দলের গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে। অন্য দিকে একই ভাবে পদ ত্যাগ করার জন্য চিটি এসেছে বক্সনগর বিধানসভা আনন্দনগর পঞ্চায়েত প্রধান আব্দুল হক এর নিকট।

ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অপরেশ কুমার সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছেন বিচারপতি অপরেশ কুমার সিং। তিনি ঝাড়খন্ড হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। মঙ্গলবার ভারত সরকারের এডিশন্যাল সেক্রেটারি এক বিজ্ঞপ্তিতে ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্তির ঘোষণা দেন।

তেলিয়ামুড়ায় শিশু মহিলাসহ পাঁচ রোহিঙ্গা আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। তেলিয়ামুড়ায় বিএসএফ গোয়েন্দাদের হাতে শিশু, মহিলা সহ আটক মোট পাঁচ রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী। ঘটনার জেরে মুহূর্তের মধ্যেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা তেলিয়ামুড়ায়।

ঘটনা সোমবার তেলিয়ামুড়া থানাধীন ত্রিশাবাড়ি স্থিত রেলস্টেশন চত্বরে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বিএসএফের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের কর্মীদের তৎপরতায় তেলিয়ামুড়া ত্রিশাবাড়ি রেলস্টেশন চত্বরে অভিযান চালিয়ে শিশু মহিলা সহ মোট পাঁচজনের কথাবার্তায় অসংলগ্নতা প্রত্যক্ষ করে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে বেরিয়ে আসে তারা আদতে বাংলাদেশী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড় হাসপাতালে সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যু, চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ এপ্রিল।। মৃত্যু মানেই বেদনাদায়ক। মঙ্গলবার বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে এক সদ্যোজাত শিশু মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই চারিদিকে চিকিৎসকের গাফিলতির অভিযোগ উঠতে শুরু করে। ঘটনার খবর শুনে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে ছুটে যান বিশালগড় বিধানসভার নবনির্বাচিত বিধায়ক সুশান্ত দেব। ঘটনার বিবরণে জানা যায় প্রত্যাশিত প্রসবের তারিখের একমাস আগেই প্রসব হয়ে যায় শিশুটির। কিন্তু শিশুটিকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। এতে সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে।

মঙ্গলবার বিশালগড় মহকুমার অরবিন্দ নগরের তানিয়া লস্কর নয় মাসের গর্ভবতী ছিলেন। মঙ্গলবার সকালে মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে যান তানিয়া। কর্তব্যরত চিকিৎসক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে সোনোগ্রাফি টেস্ট করানোর পরামর্শ দেন। তখন তার প্রসব ব্যাথা ছিল না। তানিয়ার ইডিডি অর্থাৎ প্রত্যাশিত প্রসবের তারিখ ছিল মে মাসের ১৫ তারিখ। ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে বাড়িতে চলে যান তানিয়া।

এর কয়েকঘন্টা পর প্রসব ব্যাথা শুরু হয় তানিয়ার এবং বাড়িতেই প্রসব করানো হয়। কিন্তু সদ্যোজাত শিশুকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। এরপর অসুস্থ মা এবং মৃত শিশুকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গরমে হাঁসফাঁস, তৃষ্ণা মেটাতে তরমুজের জুড়ি মেলা ভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। ভোর হতে না হতেই সূর্য মামা চোখ রাঙ্গানী। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার অগ্নিগর্ভ রূপ প্রকট হতে থাকে। চৈত্রের শেষ লগ্নে তার এই রুদ্র মূর্তি প্রতিবছরই প্রকট হয়। তবে এবার অন্য বছরের চেয়ে একটু বেশি ভয়ংকর রূপ নেবে বলে বিজ্ঞানীদের বক্তব্য। তারা বলছেন বিশ্ব উষ্ণায়নের দাপট শুরু হয়ে গেছে। দিন দিন তা বাড়বে বই কমবে না।

এই অবস্থায় মানুষের চলার পথে বাধ্য হয়েই ছন্দপতন ঘটছে। বাইরে বেরোলেই ঠান্ডা পানীযের খোঁজে ব্যস্ত হয়ে উঠেন মানুষ। কিছুটা পরিশ্রম করলেই হাঁপিয়ে উঠছেন। তাই একটু তৃষ্ণা মেটাতে চুমুক দিতে হচ্ছে ঠান্ডা পানীয়ে। তারমধ্যে বাজারে চলছে রিডাকশন সেল। সূর্য মামার রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে মানুষ দিনভর এই হাটে হাজির হচ্ছেন কেনাকাটার জন্য।

দখা গেছে কিছুক্ষণ কেনাকাটার পর শরীর দিয়ে প্রচন্ড ঘাম ঝরছে, ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। তখন মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ছেন রসালো খাবারের উপর ফল কিংবা ঠান্ডা পানীয় খেযে একটু তৃষ্ণা মেটাতে। হাঁসফাঁস গরম থেকে কিছুটা হলেও স্বস্তি পাওয়া যায় তরমুজ, ডাব কিংবা আখের রসে। অনেকে আবার বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ঠান্ডা পানীয় খাচ্ছেন। আইসক্রিমের দোকানগুলোতেও ভীড়। কিছুক্ষণ হাঁটার পর পথ চলতি মানুষ আশ্রয় নিচ্ছেন গাছের তলায় কিংবা একটু ছাউনির নিচে। চৈত্রের হাটে কোথাও কোথাও স্তোপাকৃতি অবস্থায় রয়েছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৯ ■ সংখ্যা ১৮১ ■ ১২ এপ্রিল ২০২৩ ইং ■ ২৮ চৈত্র ■ বুধবার ■ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

ভারতের জিডিপি নিয়া পূর্বাভাস

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার আরও কমাইয়া দিল। আইএমএফ জানাইয়াছে, ভারতের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতি বজায় থাকালেও আগামী অর্থবর্ষে ভারতের অর্থনীতি কমিয়া ৫.৯ শতাংশে নামিয়া আসিবে। জিডিপি হ্রাসের এই পূর্বাভাসে ভারতের অর্থনীতি ফের প্রশ্নের মুখে।আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল মঙ্গলবার ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জন্য ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়াছে। সেই পূর্বাভাসে গতবারের থেকে ২০ পয়েন্ট কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার ফলে ভারতের প্রবৃদ্ধি কমিয়া ৫.৯ শতাংশ হইবে বলিয়া জানানো হইয়াছে আইএমএফের তরফে। আইএমএফের সাম্প্রতিক পূর্বাভাসটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার থেকে অনেকটাই কম। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়াছিল ৬.৪ শতাংশ। তাহা আইএমএফের থেকে ০.৫ শতাংশ বেশি ছিল। তবে আইএমএফ জানাইয়াছে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি হইতে থাকিবে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আশা করিতেছে, ভারতের খুচরা মূল্যস্ফীতি ২০২৪ অর্থবর্ষে ৪.৯ শতাংশ হইবে। আর ২০২৫ অর্থবর্ষে তাহা কমিয়া ৪.৪ শতাংশ হইবে বলিয়া অনুমান। সম্প্রতি ওয়ার্ল ইকোনমিক আউটলুক রিপোর্টে, আইএমএফও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য ভারতের জন্য পূর্বাভাস কমাইয়া ৬.৩ শতাংশ করিয়াছে।

২০২৩-এর জানুয়ারিতে ভারতের জন্য জিডিপি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল ৬.৮ শতাংশ থেকে। ২০২২ সালে ৬.৮ ৮ শতাংশ থেকে বর্তমানে ৫.৯ শতাংশ বৃদ্ধির হার অনুমানে উল্লেখযোগ্য হ্রাস সত্ত্বেও, ভারত বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি হিসাবে অব্যাহত রহিয়াছে।

শুধু ভারতের প্রবৃদ্ধি কমিতেছে, তাহা নয়। প্রবৃদ্ধি কমিতেছে চিনেরও। চিনের জিডিপি বৃদ্ধির হার কমে ২০২৩ সালে ৫.২ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে কমে ৪.৫ শতাংশ হইতে পারে বলিয়া জানানো হইয়াছে আইএমএফের রিপোর্টে। ২০২২ সালে ৩ শতাংশ বৃদ্ধির হার ছিল। সেই তুলনায় এই হার অনেকটাই ভালো বলিয়া মনে করিতেছেন বিশেষজ্ঞরা।আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের বার্ষিক প্রতিবেদনে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, বিশ্ব অর্থনীতি এই বছর ২.৮ শতাংশ থাকিবে। আগামী বছর তাহা খানিকটা বাড়িয়া ৩ শতাংশ হইবে। এই জিডিপি বৃদ্ধি জানুয়ারির পূর্বাভাস থেকে ১০ বেসিস পয়েন্ট কম। সেই নিরিখে আবার ভারতের অর্থনীতি এগিয়ে।এর আগে ভারতের ২০২৪-এর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়া পূর্বাভাস দিয়াছিল বিশ্বব্যাঙ্ক। বিশ্বব্যাঙ্ক আবারও ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমাইয়া দেয়। ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়া ৬.৩ শতাংশ করে বিশ্বব্যাঙ্ক। চার সাতদিনের মাথায় আইএমএফও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিল।

সিলিকোসিসে আক্রান্ত শ্রমিকদের ব্যাপারে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব হাই কোর্টের

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি. স.) : সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, পাথর খাদান, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য কী ব্যবস্থা করছে রাজ্য সরকার ?এবার এ প্রশ্নেরই জবাব চাইল কলকাতা হাই কোর্ট।

পাথর ভাঙতে গিয়ে গুঁড়ো নাকে ঢুকে শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে শ্রমিকদের। শুকিয়ে যেতে শুরু করছে শরীর। ফুসফুসে বাসা বাঁধছে মারণ রোগ সিলিকোসিস। সিলিকোসিস আক্রান্ত এই সমস্ত শ্রমিকদের জন্য বিহার, ঝাড়খণ্ড-সহ বেশ কিছু রাজ্যে ইতিমধ্যেই আইন কার্যকরী করা হয়েছে। মৃত শ্রমিকদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থাও রয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ এক্ষেত্রে কতদূর এগোলো ? সেই উত্তরই এবার চাইল হাই কোর্ট।

এই সব ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য ২০২১ সালে রাজ্য যে রূপরেখা তৈরি করেছিল, তা বর্তমানে কী অবস্থায় রয়েছে? আগামী ৯ মে'র মধ্যে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট রাজ্যকে পেশ করতে বলল কলকাতা হাই কোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

সিলিকোসিসে আক্রান্তদের পাশে দাঁড়িয়ে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করেছিলেন আইনজীবী শামিম আহমেদ। পশ্চিমবঙ্গেও যাতে হরিয়ানা মডেলে সিলিকোসিস আক্রান্ত ও মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করে, আদালতকে সেই নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানান তিনি। সেই মামলার শুনানিতেই মঙ্গলবার হাই কোর্ট রাজ্যকে সমস্ত রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দিল।

প্রসঙ্গত, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সিলিকোসিসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন বহু শ্রমিক। পশ্চিমবঙ্গে বৈধ তথা নথিভুক্ত পাথর খাদানের বাইরেও অবৈধ ভাবে কাজ করছে বহু যন্ত্র। আর তাতেই বাড়ছে ঝুঁকি। অন্তত সাড়ে ছ'লক্ষ শ্রমিক সিলিকোসিসের ঝুঁকি নিয়েই কাজ করে চলেছেন বলে জানা গিয়েছে।

প্রাথমিক স্কুলে চলতি নিয়োগ নিয়ে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ খারিজ ডিভিশন বেঞ্চে

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি. স.) : প্রাথমিক স্কুলে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ খারিজ করে দিল কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। ২০২২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ যে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল, মঙ্গলবার বিচারপতি সুব্রত তালুকদার এবং বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ তা খারিজ করে দিয়েছে।

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ সালে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নিয়োগের কথা জানিয়েছিল পর্ষদ। তাতে জানিয়েছিল, প্রাথমিকে নিয়োগ পরীক্ষা (টেট)-য় উত্তীর্ণ যে সব প্রার্থী ২০২০-২২ সালে ডিএলএড প্রশিক্ষণের জন্য ভর্তি হয়েছেন, তাঁরা চলতি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। পর্ষদের ওই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টে মামলা করেন সৌমেন পাল-সহ কয়েক জন চাকরিপ্রার্থী।

মামলাকারীদের আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্যের বক্তব্য, ২০১৬ সালের নিয়ম অনুযায়ী ডিএলএড প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করেছেন যাঁরা, তাঁরাই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে ২০২০-২২ সালের প্রার্থীদের প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ হয়নি। ফলে তাঁরা কী ভাবে চলতি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন? বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় পর্ষদের সিদ্ধান্তই বহাল রেখেছিলেন। মঙ্গলবার ডিভিশন বেঞ্চ তা খারিজ করে দেয়।

২০২৭-২৮ সালের মধ্যে ভারত তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠবে : পীযূষ গোয়েল

প্যারিস, ১১ এপ্রিল (হি.স.): কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেছেন, ২০২৭-২৮ সালের মধ্যে ভারত তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠবে। বর্তমান ভারতকে পঞ্চম অর্থনীতির দেশ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারত এখন তিন দশমিক পাঁচ ট্রিলিয়ান ডলার অর্থনীতির দেশ। তবে ২০৪৭ সালে দেশ যখন স্বাধীনতার শতবর্ষ উদযাপন করবে, তখন ভারত ৩০ থেকে ৩৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির দেশ হয়ে উঠবে।সোমবার (স্থানীয় সময়) প্যারিসে বসবাসরত ভারতীয়দের উদ্দেশে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, স্বাধীনতার ৭৫ বছরে ভারতের রফতানির পরিমাণ ৭৫০ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে গিয়েছে। ২০২২-২৩ সালে ভারতের সামগ্রিক রফতানির পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ৭৬৫ বিলিয়ন ডলার, যা বিশ্বের কাছে নতুন ভারতের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। সমগ্র বিশ্ব বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখন ভারতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বলে, মন্তব্য করেন তিনি।

আসুন আমরা সম্প্রীতিতে বাঁচি

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

আমরা খুবই উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি ভারতীয় জনগণের জীবন জীবিকা ও অধিকারগুলির উপর এক ভয়ঙ্কর আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য, রান্নার গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেল, জীবন দায়ী ওষুধ আজ সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ায় অপুষ্টি, অনাহার এবং বিনা চিকিৎসায় প্রতিদিন মানুষের অকাল মৃত্যু ঘটে চলেছে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর হলেও আজও আমরা অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছি। দেশে কোটি কোটি বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। অপরুদিকে আদানি আম্বানি তথা দেশের ধনী ব্যক্তিরা তাদের মুনাফা বাড়িয়েই চলেছে। উন্নয়নের নাম ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ (জল, জমি, বনাঞ্চল, পাহাড়) পুঁজি পতি বা কর্পোরেটদের যাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। যে কারণে প্রতিদিন উচ্ছেদ করা হচ্ছে হাজার হাজার দলিত, গরিব, আদিবাসী জনগণকে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, আর এস এস পরিচালিত বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিদেশী ঋণের বোঝা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দেশী বিদেশী পুঁজিপতিদের কাছে দেশের সম্পদ বেচে দেওয়া, সরকারি সংস্থাগুলির (ব্যাঙ্ক, বীমা, রেল, কয়লা খনি ইত্যাদি) বেসরকারিকরণের মধ্য দিয়ে সংবিধানের সার্বভৌমত্ব এবং সমাজতান্ত্রিক ধারণাকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে আসা মানুষদের ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেওয়ার আইনি প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। সর্বোচ্চ আদালত বাবরি মসজিদ ধ্বংসকে সংবিধান লঙ্ঘনের জঘন্য ঘটা বলে আখ্যা দেওয়ার পরও সুপ্রিম কোর্ট (মসজিদ) ধ্বংসকারীদের হাতেই বিতর্কিত জমিকে তুলে দিয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মুসলিম ছাত্রী-শিক্ষিকাদের হিজাব পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা, ধর্মান্তরকরণ ও পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি, মাংস বিক্রি ও গো মাংস ভক্ষণ বন্ধ করা, প্রকাশ্যে ধর্ম প্রার্থনায় বিধিনিষেধ আরোপ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রও সঙঘী ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী কর্তৃকত গণপিটুনিও বাছাই করে হিংসা ছড়ানোর হাজারো ঘটনা দেখা যাচ্ছে। ঘরবাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া, গণ হারে গ্রেপ্তার, বিনা বিচারে আটক, এনকাউন্টার হত্যা হয়ে চলেছে। এ'ধরনের আক্রমণ শুধু মাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরই নেমে আসছে এমনটা নয়, অন্যান্য সম্প্রদায় সহ দলিত, আদিবাসী ও মহিলাদের উপরও যথেষ্ট মাত্রায় নেমে আসছে। বিরোধী কণ্ঠস্বরও গণআন্দোলনসমূহের উপরও বাছাই করে ধারাবাহিক আক্রমণ চালানো হচ্ছে। রাষ্ট্রদ্রোহের ও সন্ত্রাসবাদের মিথ্যা মামলা দায়ের করে ইউএপিও, এনএসও এবং রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের মত দানবীয় আইনে প্রতিবাদীদের জেলে পাঠানো হচ্ছে। এ সবের মধ্য দিয়ে সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিকপ্রজাতন্ত্র ধারণাগুলি আজ বিপন্ন।

মোদি সরকার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে ভরাও বহু ধর্মীয় ভারতীয় সমাজের বর্ণময় সমন্বয়কে অস্বীকার করে হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের এক মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে শাহিনবাগের মত শক্তিশালী গণআন্দোলন কিম্বা কৃষিকে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ কৃষক আন্দোলনকে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে এবং আন্দোলনগুলির উপর গণহিংসা চাপিয়ে সেগুলিকে বিপথে চালিত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে, দৈনন্দিন সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে গড়ে ওঠা শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে বিপতগামী করতে বা বিভাজন সৃষ্টি করতে ধর্মকে নগ্নভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করলাম সারা দেশের মানুষ যখন দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি, দুর্নীতি, বেসরকারীকরণ, বেকারত্বের বিরুদ্ধে এবং ন্যায্য মজুরি, স্বচ্ছ নিয়োগ, গণতন্ত্র ও খাদ্যের দাবীতে বিভিন্ন রাজ্যের রাজপথে আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন তখন একের পর এক ধর্মীয় উন্মাদনার মধ্য দিয়ে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। গত ৩০ মার্চ রামনবমী পুজোর অজুহাতে সশস্ত্র, সহিংস মিছিল আমরা দেখলাম। আমরা এটাও দেখলাম পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, দিল্লি সহ বিভিন্ন রাজ্যে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা শুরু হয়ে গেল। মানুষের ক্ষয়ক্ষতি এবং হয়রানির সংবাদও পাওয়া গেল। এ ক্ষেত্রে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন ও সরকারের অনিরপক্ষ ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। আমরা মনেকরি সচেতন শুভবৃদ্ধি সম্পন্ন ঐক্যবদ্ধ মানুষই পারে এই ধরনের ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে। আমরা শান্তি প্রিয় মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি প্রতিটি এলাকায় যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট থাকে তারজন্য সজাগ থাকুন।

আমরা মনেকরি ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর যারা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছিল আজ তারা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ভারতবর্ষের সংবিধানকে ধ্বংস করতে চাইছে। প্রতিচি দেশের সংবিদান রচিত হয় একটা আদর্শ এবং দর্শনের উপর ভিত্তি করে। আমাদের দেশের সংবিধানও রচিত হয়েছে নির্দিষ্ট আর্দশ এবং দর্শনের উপর ভিত্তি করেই। তার প্রতিফলন দেখতে পাই সংবিধানের প্রস্তাবনায়। যেখানে উল্লেখ আছে সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র-এর মতো বিষয়গুলি।

তাই আসুন, আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। যারা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে আবার পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাধঁতে চাইছে, বহু ধর্ম, জাতি, ভাষাভাষী মানুষের মিলনের দর্শনে সম্মৃদ্ধ আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধানকে ধ্বংস করতে চাইছে এবং রাজনৈতিক ফয়দার জন্য ধর্মকে কাজে লাগানোর ষড়যন্ত্র লিপ্ত হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই। আসুন আমরা সবাই হাতে হাত রেখে সম্প্রীতিতে বাঁচি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বদলে গিয়েছে দুনিয়া, তবু আজও কেন চে ?

বিশ্বদীপ দে।। "কেবলই শার্টে আঁকা ছবি নয়, তিনি হৃদয়ের অংশ। তাঁর পথে এগিয়ে যাওয়াই আমাদের পথ।" এই কথা যখন বলছেন আলেইদা নাম্নী প্রৌঢ়া, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন এয়ার থিয়েটারে তখন হাততালির বন্যা। আসলে তিনি এমন এক মানুষের কথা বলছিলেন, যিনি তাঁর বাবাই কেবল নন, এই সভ্যতার বুকে এক দৃপ্ত বাতিস্তম্ভও। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় আগে যিনি মৃত। অথচ নীল রঙের এই গ্রহে বিপ্লবের বাণী আজও প্রবাহিত করে চলেছেন তিনি। তিনি চে। চে গেভারা। যাঁর জীবন আসলে এক অতিজীবন। যে জীবনের সমাপ্তি মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে হতে পারে না। তাঁর কন্যা ও নাতনির কলকাতায় আগমন ঘিরে নতুন করে চে গেভারার নাম ভাসতে শুরু করেছে কলকাতার বাতাসে। যা বুঝিয়ে দিচ্ছে চে আজও হৃদয়ের অন্তর্লীন স্রোতের ভিতরে বর্তমান। ভাবলে জেগে ওঠে বিস্ময়। কীভাবে সম্ভব এই জাদু?

গত বছরের মার্চ মাসে এক ব্যক্তির মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হয় সংবাদমাধ্যমে। তাঁর নাম মারিও টেরান সালাজার। ৮০ বছরের বৃদ্ধের পরিচয় বিশ্বের কাছে একটাই। এক পরিত্যক্ত স্কুলবাড়ির ঘরে তিনি গুলি করেছিলেন বন্দি চে গেভারাকে! শোনা যায়, যেচেই নাকি সেই দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই মুহূর্তের কথা বলতে গিয়ে কার্যতই আপশোসের সুর শোনা গিয়েছে তাঁর গলায়। "ওই দিনটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে খারাপ দিন। সেই সময় চে'কে দেখাচ্ছিল বিরাট, বিপুল, বিশালাকার। ওঁর চোখগুলো জ্বলজ্বল করছিল।" সালাজারের মনে হয়েছিল এই নিরস্ত্র অবস্থাতেও হাঁটু মুড়ে বসে থাকা মানুষটি মুহূর্তে তাঁর উপরে চড়াও হতে পারেন। কিন্তু তাঁকে অবাক করে চে নিস্পন্দ কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, "শান্ত হও। ভাল করে তাক করো। তুমি একজন মানুষকে হত্যা করতে চলেছ।" এর পরের মুহূর্তের বর্ণনা করতে গিয়ে সালাজার জানাচ্ছেন, "এরপর আমি দরজার দিকে হেঁটে যাই। আর চোখ বুজে গুলি চালাই।" ভাবতে বসলে গল্পকথা মনে হয়। হত্যাকারীর সামনেও শান্ত, স্থিতধী থাকা চে। কিউবার স্বাধীনতার পরও মন্ত্রিত্বের প্রস্তাব ফিরিয়ে নতুন করে বিপ্লবের সন্ধানে বেরিয়ে পড়া চে। আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে ৩৯ বছর বয়সেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া চে। আজও তিনি বিপ্লবের মশাল জ্বালিয়ে রেখেছেন এই দুনিয়ার বুকে। সভ্যতার বুকে আজ দাপাদাপি দক্ষিণপন্থীদের। কিন্তু সেখানেও বামপন্থী আদর্শের প্রতি বহু মানুষের ভালবাসা যে আজও অম্লান, তা স্পষ্ট করে দেয় চে'র প্রাসঙ্গিকতা। অথচ ১৯৬৭ সালের ৯ অক্টোবরের পর আমূল বদলে গিয়েছে পৃথিবী। মাঝের সাড়ে পাঁচ দশকে কোথা থেকে কোথায় চলে এসেছি আমরা। তবু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার লাইন ছুঁয়ে বলাই যায়, 'চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়!' আজও। ৫৫ বছর আগের এক অক্টোবর। তখনও সূর্যের আলো ফোটেনি। দ্রুত প্রায় হাজার দুয়েক বলিভীয় সেনা ঘিরে ফেলছিল জঙ্গল। যে জঙ্গলে আত্মগোপন করেছিলেন চে। বলিভিয়ার স্বাধীনতা আনতে তিনি তৈরি করেছিলেন ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি। শুরু হয়েছিল গুলির লড়াই। যদিও চে জানতেন, সেই মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে যে লোকবল তাতে বেশিক্ষণ লড়া যাবে না। যায়ওনি। গুলিতে ক্ষতবিক্ষত পা, রক্তাক্ত চে গেভারাকে ঘিরে ফেলে সেনার দল। তাদের দিকে তাকিয়ে চে'র শান্ত পরামর্শ, "গুলি কোরো না। মৃত চে গেভারার থেকে জীবন্ত চে গেভারার মূল্য অনেক বেশি।" বন্দি করে এক পরিত্যক্ত স্কুলে নিয়ে আসা হয় তাঁকে। পরের দিন সেখানেই গুলি করে হত্যা করা হয়। মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তের কথা শুরুতেই বলা হয়েছে। তার আগের মুহূর্তগুলোতেও একই ভাবে অবিচল ছিলেন চে। জানতেন যে কোনও সময় তাঁকে মেরে ফেলা হতে পারে। তবু কোনও প্রশ্নের উত্তর দেননি। ছিলেন নিশ্চুপ। এমন মানুষ যে রাষ্ট্রের কাছে 'বিপজ্জনক' বলে চিহ্নিত হবেন, তাতে সন্দেহ নেই। আমেরিকা তাঁকে পানামা নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইলেও বলিভিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্টের নির্দেশ ছিল, মেরে ফেলো লোকটাকে। ভেবে দেখলে এছাড়া আর কীই বা করতে পারতেন তিনি!

মৃত্যুর পরেও চে জীবিত থেকে গেলেন। তাঁর শেষ দিনগুলির কথা, তাঁর সারা জীবনের সংগ্রাম, মোটর সাইকেলে জীবন চষে বেড়ানোর কাহিনি রূপকথা হয়ে গেল। গেরিলা যুদ্ধের একফাঁকে দুর্গম জঙ্গলে হ্যামক টাঙিয়ে তার উপরে শুয়ে কবিতা পড়তেন। কেবল এই একটা দৃশ্যের কথা মনে হলেই পরিষ্কার হয়ে যায়, এমন মানুষ কখনও মরতে পারেন না। তাঁর মৃতদেহের ছবি আজও গুগল করলেই দেখা যায়। শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি।' নিষ্প্রাণ চে গেভারার ছবি সেই নিরলস পদচারণাকেই তুলে ধরে যেন। যা দেখে অনেকে তুলনা টেনেছিলেন 'ডেড ক্রাইস্টে'র সঙ্গে।

পুরো নাম আর্নেস্তো গেভারা দে লা সেরনা। কিন্তু বিশ্ব তাঁকে চেনে চে গেভারা নামে। বলা ভাল কেবল চে নামেই। এক শব্দের সংক্ষিপ্ত উচ্চারণেই যেন বাঁধা আছে বিপ্লবের সারাৎসার। সাম্রাজ্যবাদ এক নতুন চেহারায় দেখা দিয়েছে নতুন সহস্রাব্দে এসে। তবু এই সময়ে দাঁড়িয়েও অবিচল চে'র আদর্শ। বিশ্বজুড়ে বিপ্লবের আঘাতেই সাম্রাজ্যবাদকে চূর্ণ করতে চাইতেন তিনি। বার্তা দিয়ে গিয়েছেন পৃথিবীর বুকে অনেক ভিয়েতনাম তৈরির। বলে গিয়েছেন, "অনেকেই আমাকে অ্যাডভেঞ্চারার বলেন। এবং আমি সেটাই। কিন্তু একটু পার্থক্য রয়েছে। এমন একজন যে সত্যকে প্রমাণ করতে নিজের প্রাণেরও ঝুঁকি নেয়।" এই কথাগুলি আজও চকমকি পাথরের মতো পথ দেখায়। আর প্রমাণ করে দেয়, চে আছেন। চে থাকবেন।

আধুনিক ভবনের মসজিদটিতে ৩৭৩ বছরের পুরোনো শিলালিপি

আশীষ উর রহমান

চুড়িহাট্টার মোগল আমলের আদি মসজিদটি বিলুপ্ত। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে মার্বেল টাইলসে মোড়ানো জাঁকজমকপূর্ণ এক বহুতল নতুন ইমারত, এটাই বর্তমানের চুড়িহাট্টা

চুড়িহাট্টার প্রসঙ্গ উঠলেই এখন মনে পড়ে রাজধানীর পুরান ঢাকায় এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কথা। ২০১৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে যে অগ্নিকাণ্ডে তাৎক্ষণিক ৬৭ জন এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও ৪ জনসহ মোট ৭১ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন।

এই ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছিল ঐতিহাসিক স্থাপনা চুড়িহাট্টা মসজিদের ঠিক সামনে। এখানে তিনটি সরু গলি এসে মিলেছে। পূর্ব দিকে চকবাজার থেকে এসেছে আওলাদ হোসেন লেন, আর এসেছে নন্দকুমার দত্ত রোড ও হায়দার বক্স লেন। তিন লেনের মিলন ঘটায় একচিলতে চত্বরের মতো পরিসর তৈরি হয়েছে মসজিদের সামনে। আর অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল আওলাদ হোসেন লেনের শেষ মাথায় মসজিদের ঠিক সামনে ওয়াহেদ ম্যানসন নামের একটি ভবনের সুগন্ধির গুদামে। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে সেখানে দেখা গেল, আগুনে ঝলসানো ওয়াহিদ ম্যানসন সংস্কারের পর আবার নতুন সাজে শোভিত হয়েছে। আর চুড়িহাট্টার মোগল আমলের আদি মসজিদও বিলুপ্ত। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে মার্বেল টাইলসে মোড়ানো জাঁকজমকপূর্ণ এক বহুতল নতুন ইমারত।

হারিয়ে গেল তিন গম্বুজ মসজিদ চুড়িহাট্টার মসজিদটি ছিল তিন গম্বুজবিশিষ্ট। সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে বাংলার সুবাদার ছিলেন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ সুজা। তার সুবাদারির কালেই মোহাম্মদ বেগ নামের এক মোগল কর্মকর্তা চুড়িহাট্টায় তিন গম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

মসজিদের ভেতরে থাকা কালো পাথরের লেখা অনুবাদ করেছেন মুনশী রহমান আলী তায়েশ। তা থেকে এই তথ্যগুলো জানা যায় (ফলকটি এখন নতুন ভবনের দোতলার মেহরাবের ওপরে বসানো হয়েছে)। তিনি উল্লেখ করেন, চুড়িহাট্টা মসজিদটি ছিল আকারে ছোট, কিন্তু খুব শক্তপোক্ত। এর দৈর্ঘ্য ৩০ ফুট এবং প্রস্থ ১৩ ফুট। নির্মাণকাল হিজরি ১০৬০ মোতাবেক ১৬৪৯ বা ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ। আ ক ম যাকারিয়া তাঁর বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব বইতে উল্লেখ করেছে পুরোনো তিন গম্বুজ মসজিদটির প্রথমবার সংস্কার করা হয়েছিল ১৯০৬ সালে। শিলালিপি থেকে জানা যায়, চুড়িহাট্টা মসজিদের নির্মাণকাল হিজরি ১০৬০ মোতাবেক ১৬৪৯ বা ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দছবি : খালেদ সরকার ঢাকার ইতিহাসভিত্তিক বইগুলোতে আছে চুড়িহাট্টা মসজিদের বর্ণনা। এর ছাদের ওপর ছিল তিনটি গম্বুজ। চার কোনায় ছিল চারটি মিনার। পূর্ব দিকের দেয়ালে তিনটি দরজা। এর ওপরে ছিল চারকোনা আকৃতির খিলান। মসজিদের সামনের দেয়াল ছিল বদ্ধ খিলান নকশায় অলংকৃত। এ ছাড়া চুড়িহাট্টা মসজিদটির স্থাপত্যরীতিতে ছিল বিশেষ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। মসজিদটির ছাদ ছিল ঢালাই করা। এর আকৃতি ছিল বাংলার চৌচালা ঘরের মতো। মির্জা নাথানের বাহারীস্তান-ই--গায়েবী বইতে উল্লেখ করা হয়েছে, মোগল আমলে বাংলায় বেশ কিছু পাকা ভবন তৈরি করা হয়েছিল, যেগুলোর আকৃতি ছিল স্থানীয় কুঁড়েঘরের মতো। এর কোনো কোনোটির ছাদ ছিল চৌচালা, কোনোটির দোচালা ঘরের মতো। বেগমবাজারের করতলব খান মসজিদের উত্তর পাশের দেয়ালের সঙ্গে যুক্ত দোচালা ঘরের মতো একটি ঘর এখনো রয়েছে। কিন্তু চুড়িহাট্টার চৌচালা ছাদের মসজিদটি আর নেই।

বাংলাপিডিয়ায় বলা হয়েছে, ধারণা করা হয় চুড়িহাট্টা মসজিদটিই ছিল মোগল শাসনামলে বাংলায় কুঁড়েঘর আকৃতির ইমারতের মধ্যে প্রথম নিদর্শন। আক্ষেপের বিষয়, এত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রত্নসম্পদ বিলুপ্ত হয়ে গেছে চিরতরে।

নতুন অধ্যায় চুড়িহাট্টা মসজিদের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে ২০০৮ সাল থেকে। গত বৃহস্পতিবার পবিত্র জোহর নামাজের জামাতের পরে প্রথম আলোর সঙ্গে কথা হলো মসজিদের ইমাম মুফতি রশিদ আহমদ, মোয়াজ্জিন আল ইমরান, নাম প্রকাশ না করার শর্তে ব্যবস্থাপনা কমিটির এক সদস্য, স্থানীয় প্রবীণ মুসল্লি মো. খোরশেদুল ইসলামসহ অনেকের সঙ্গে। কথা বলে জানা গেল, মসজিদটিতে স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। পুরোনো মসজিদের ভেতরে তিন কাতার ও সামনের বারান্দায় তিন থেকে চার কাতারে মাত্র তিন শর মতো মুসল্লি জামাতে অংশ নিতে পারতেন। কিন্তু এটা অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। চারপাশে হাজারো দোকানপাট। মুসল্লির সংখ্যাও প্রচুর। এদিকে মসজিদটির জায়গা মাত্র পাঁচ কাঠার মতো। পুরোনো ভবনটি রেখে সম্প্রসারণ করার মতো জায়গাও পাওয়া যাচ্ছিল না। ফলে প্রয়োজনের তাগিদেই পুরোনো ভবনটি ভেঙে নতুন ভবন করার কাজ শুরু হয়।

প্রথম দফায় তৃতীয় তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়। এ বছরই চতুর্থ তলার কাজ শেষ হয়েছে। নিচের তলার মেঝে, প্রধান মেহরাব, প্রতিটি সিঁড়ি মার্বেল পাথর দিয়ে মোড়ানো। অন্য তলার মেঝেতে বিছানো হয়েছে উন্নত টাইলস। শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (এসি) বসানো হয়েছে। ছাদে ঝুলছে বিশাল ঝাড়বাতি। অজুর জন্য উভয় পাশে আছে প্রশস্ত অজুখানা। সব মিলিয়ে এখন প্রায় আড়াই হাজার মুসল্লি একসঙ্গে নামাজ আদায় করতে পারেন। এ ছাড়া তিনটি আলাদা কর্মসূচি চলছে মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে। পবিত্র জোহরের নামাজের পর শিশুদের জন্য কোরআন শিক্ষা, এশার পর বড়দের জন্য কোরআন শিক্ষা এবং হেফজখানা। সবই বিনা মূল্যে। জানা গেল, এই মসজিদে জুমার নামাজের সময় বা ওয়াক্ত নামাজে কোনো দানবাক্স চালানো হয় না। মসজিদের প্রধান প্রবেশপথে একটি দানবাক্স করা হয়েছে। কেউ স্বেচ্ছায় দান করতে আগ্রহী হলে সেখানে দান করেন। মসজিদের দশজন স্টাফ, কোরআন ও হেফজ শিক্ষার শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য খরচ মিলিয়ে প্রতি মাসে দেড় লাখ টাকার বেশি খরচ।

এর সবই দিয়ে থাকেন স্থানীয় ব্যবসায়ী ও মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্যরা। তাঁরা জানান, চুড়িহাট্টার ব্যবসায়ীদের কোটি কোটি টাকার ব্যবসা। আল্লাহর ঘরে প্রতি মাসে পাঁচ—সাত হাজার টাকা দান করা তাঁদের কাছে কিছুই না। তাঁদের দানেই মসজিদটির নতুন ভবন তৈরি হয়েছে। পরিচালিতও হচ্ছে। খতম তারাবিহ হচ্ছে, প্রতিদিন দুই শ থেকে আড়াই শ রোজাদারের ইফতারের ব্যবস্থা থাকে। পুরোনো ভবনে এসব আয়োজন সম্ভব হতো না। প্রয়োজন বড় দায়। সাধারণত তাকে এড়ানো যায় না। সে কারণেই চুড়িহাট্টার চৌচালা তিন গম্বুজ মসজিদের জায়গায় এখন দাঁড়িয়ে আছে চারতলা নতুন ভবন। আর পুরোনো মসজিদটি শুধুই ইতিহাসের পাতায় থাকা এক ধূসর অতীত।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সংখ্যালঘু ইস্যুতে ভারতকে যারা দোষারোপ করছে তাঁদের বাস্তব সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই : নির্মলা সীতারমন

ওয়াশিংটন, ১১ এপ্রিল (হি.স.): বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যার দেশ ভারত এবং যারা সংখ্যালঘু ইস্যুতে ভারতকে দোষারোপ করছেন, তাঁদের বাস্তবতা সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই। এই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। সোমবার (আমেরিকার সময় অনুযায়ী) পিটারসন ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক্স-এর একটি বক্তৃতা সভায় ওয়াশিংটন ডিসি-র শ্রোতাদের উদ্দেশে নির্মলা সীতারমন বলেন, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যা রয়েছে ভারতেই এবং সেই জনসংখ্যা শুধুমাত্র সংখ্যায় বাড়ছে।

ভারতে মুসলিমরা নিরাপদ এই দাবি করে নির্মলা সীতারমন বলেছেন, একই সময়ে গঠিত পাকিস্তানে ১৯৪৭ সালে, মুসলিমদের জনসংখ্যা যা ছিল তার চেয়ে কী বেড়েছে? প্রতিটি সংখ্যালঘু মানুষের সংখ্যা কমছে অথবা পাকিস্তানে ধ্বংস হয়েছে। এমনকি কিছু মুসলিম সম্প্রদায়কেও সেখানে ধ্বংস করা হয়েছে। অথচ ভারতে, আপনারা দেখতে পাবেন প্রতিটি মুসলিম নিজেদের ব্যবসা করছে, সন্তানদের শিক্ষিত করছেন, ফেলোশিপ দেওয়া হচ্ছে। সীতারমন বলেছেন, পাকিস্তানে মুহাজির, শিয়া এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হিংসা বিরাজ করছে, অথচ ভারতে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের ব্যবসা করছেন। তাঁর কথায়, 'ভারতকে দু''''টি পাকিস্তানে বিভক্ত করা হয়েছিল। পাকিস্তান নিজেকে একটি ইসলামিক দেশ হিসাবে ঘোষণা করেছিল, কিন্তু বলেছিল সংখ্যালঘুদের রক্ষা করা হবে। অথচ প্রতিটি সংখ্যালঘুর সংখ্যা কমে যাচ্ছে, অথবা পাকিস্তানে ধ্বংস হয়েছে। এমনকি কিছু মুসলিম সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করা হয়েছে।'

ভারত চায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) আরও প্রগতিশীল হোক এবং অন্যান্য দেশের কথা শুনুক। এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)-কে এমন দেশগুলিকে আরও গুরুত্ব দিতে হবে যাদের বলার মতো আলাদা কিছু আছে। নির্মলা বলেছেন, 'আমি চাই ডব্লিউটিও অনেক বেশি প্রগতিশীল হোক, অনেক বেশি করে সমস্ত দেশের কথা শুনুক, সমস্ত সদস্যের প্রতি ন্যায্য হোক।' সোমবার (আমেরিকার সময় অনুযায়ী) আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসি-তে পিটারসন ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক্সে বক্তৃতা সভায় ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বলেছেন, 'আমি, সৌভাগ্যবশত, দুর্ভাগ্যবশত, ২০১৪ এবং ২০১৭-র মধ্যে ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রী হিসাবে ডব্লিউটিও-র সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়েছি। ডব্লিউটিও-কে এমন দেশগুলির কণ্ঠস্বর শোনার জন্য আরও স্থান দিতে হবে যাদের বলার মতো কিছু আলাদা আছে, কারণ ডব্লিউটিও-এর জন্য বর্তমান বার্তা আরও বেশি খোলামেলা হওয়া উচিত।'

মহাত্মা ফুলের জন্মবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী ও উপ-রাষ্ট্রপতির শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি.স.): বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও সমাজ সংস্কারক মহাত্মা ফুলে-কে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে নিজের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, মহাত্মা ফুলের চিন্তাধারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে আশা ও শক্তি প্রদান করে।

১১ এপ্রিল দিনটি মহারাষ্ট্রের বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও সমাজ সংস্কারক মহাত্মা ফুলের জন্মবার্ষিকী। মঙ্গলবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, জন্মবার্ষিকীতে মহাত্মা ফুলে-কে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। সামাজিক ন্যায়বিচার এবং দরিদ্রদের ক্ষমতায়নে তাঁর অভূতপূর্ব অবদানকে স্মরণ করছি। তাঁর চিন্তাভাবনা লক্ষ লক্ষ মানুষকে আশা ও শক্তি প্রদান করে।

উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পন করেছেন। মঙ্গলবার এক টুইট বার্তায় উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় জানান, মহান সমাজ সংস্কারক জ্যোতিবা ফুলে সামাজিক বৈষম্য দুরীকরণে, মহিলাদের শিক্ষা ও অধিকার প্রসারের উদ্দেশে সারা জীবন কাজ করে গিয়েছেন।বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলের পুরো নাম জ্যোতিরাও গোবিন্দরাজ ফুলে। জন্ম ১৮২৭ সালের ১১ এপ্রিল। মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার কাটগাঁওয়ে। সমাজ সংস্কারক হিসাবে এবং দলিত ও মহিলাদের সমান আধিকারের দাবিতে সরব হওয়ার জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তিনি বরাবর মহিলাদের শিক্ষা ও সমাজে সকলের সমানাধিকারের দাবিতে আন্দোলন করে গিয়েছেন। নারী স্বাধীনতার হয়ে জোরাল সওয়াল করেছেন।পাশাপাশি অস্পৃশ্যতা, ধর্মীয় ভেদাভেদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য লিখেছেন একাধিক বই। ১৮৯০ সালের ২৮ নভেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মঙ্গলবার দেশজুড়ে পালিত হয়েছে মহাত্মা ফুলের জন্মবার্ষিকী। ছোট থেকেই ধর্মীয় ভেদাভেদকে ঘৃণা করতেন তিনি। দলিতদের ওপর সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাত ধরে ৫০ হাজার বেকার যুবক-যুবতীকে নিয়োগপত্র বিতরণ আসামে

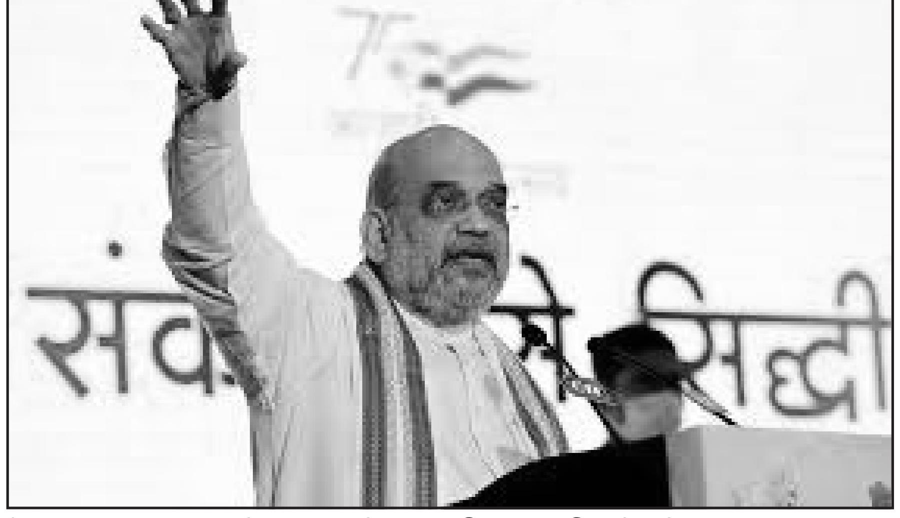

ডিব্রুগড় (অসম), ১১ এপ্রিল (হি.স.) : অমিত শাহের মতো বলিষ্ঠ নেতাই পারেন চিন সীমান্ত-ঘেঁষা এক প্রত্যন্ত গ্রামে নিশি যাপন করতে। অমিত শাহই প্রথম ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যিনি চিন সীমান্তে রাত কাটিয়েছেন। বক্তা অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ মঙ্গলবার ডিব্রুগড়ের মানকাটা খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত বিজেপির দলীয় সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা।

এদিন অরুণাচল প্রদেশ থেকে ভারতীয় বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে ডিব্রুগড়ে আসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ডিব্রুগড়ে প্রস্তাবিত উজান অসম জোনাল কার্যালয়ের ভূমিপূজনের পর শিলান্যাস করেছেন অমিত শাহ। এর পর মানকাটা খেলার মাঠে কেন্দ্রীয় নেতার উপস্থিতিতে আয়োজিত গণ-সমাবেশে স্বাগত ভাষণ দেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অরুণাচল প্রদেশের চিন সীমান্তে কেবল রাত কাটানোই নয়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শত্রু রাষ্ট্রকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, যে যতই বড় দেশ হোক-না কেন, ভারত সূচাগ্র জমিও কাউকে ছেড়ে দেবে না।

ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ১৪ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গুয়াহাটি আসবেন। প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ১১ হাজারের বেশি বিহু নৃত্যশিল্পী অসমের ঐতিহ্য পরম্পরা কলা পরিবেশন করে বিশ্ব দরবারে নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। ওই দিনের সর্ববহৎ অনুষ্ঠানের জন্য জনসাধারণের আশীর্বাদ চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে এবারের বাজেটে রাজ্য সরকারের তিনটি নতুন ঘোষণা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা জনতাকে অবগত করেছেন। তিনি বলেন, রাজ্যে যতটি আত্মসহায়ক গোষ্ঠী আছে, এগুলির সব মহিলা গোটক আগে নগদ টাকা দেওয়া হত।

কিন্তু এখন থেকে সব মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার করে টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে সরকার। পাশাপাশি এ বছর অরুণোদয় প্রকল্পের অর্থ মাসিক ১, ৪০০ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া বেকার যুবক-যুবতীদের দুই লক্ষ টাকা করে দেবে রাজ্য সরকার।

এছাড়া আরও এক বড় ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ১১ মে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গুয়াহাটিতে ফের আসবেন। ওইদিনের অনুষ্ঠানে ৫০ হাজার বেকার যুবক-যুবতীকে নিয়োগপত্র বিতরণ করবেন তিনি।

বিজেপির হাতকে আরও মজবুত করার আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিজেপিকে শক্তিশালী করলেই অসম এগিয়ে যাবে। আর অসম এগিয়ে গেলে ভারতও এগিয়ে যাবে।

অসমে এ পর্যন্ত স্থাপিত দলীয় কার্যালয় সম্পর্কে অবগত করে বলেন, রাজ্যে বিজেপির জেলাস্তরে ২২টি কার্য্যালয়ের নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। আরও সাতটি কার্যালয়ের নির্মাণকাজ চলছে। এগুলো সম্পূর্ণ জেলা কার্যালয়ের নির্মাণ শেষ হবে। সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা বলেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে ২০০টি মণ্ডল কার্যালয়ও নির্মাণ করা বে।

আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হাত দিয়ে ডিব্রুগড়ে বিজেপির উজান অসমের জোনাল কার্যালয়ের নির্মাণকাজ আগামী ১৮ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

আজকের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ছাড়া ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সেনোয়াল, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রামেশ্বৰ তেলি, দলের প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতা, কয়েকজন সাংসদ, বিধায়ক, দলের বিভিন্ন পদমর্যাদার নেতা-কার্যকর্তা এবং স্থানীয় বহুজন।

কামাখ্যা এক্সপ্রেসে গুলি ! মৃত্যু একজনের

জলপাইগুড়ি, ১১ এপ্রিল (হি.স.): নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) স্টেশনে ঢোকার মুখে চলন্ত কামাখ্যা এক্সপ্রেস ট্রেনে চলল গুলি। গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে একজনের। সোমবার রাতে কামাখ্যা-আনন্দবিহার এক্সপ্রেসের ঘটনা। রেল পুলিশ জানিয়েছে, দিল্লিগামী ট্রেনের অসংরক্ষিত কামরায় একজনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। সোমবার রাতে এনজেপি স্টেশনে ঢুকছিল উত্তর-পূর্ব থেকে আসা দিল্লিগামী এক্সপ্রেস ট্রেনটি। হঠাৎই একটি অসংরক্ষিত কামরায় গুলি চলার শব্দ হয়। স্বাভাবিকভাবেই যাত্রীদের মধ্যে শুরু হয় হুড়োহুড়ি। দেখা যায়, এক যাত্রী মাথা ঝুঁকে পড়ে রয়েছেন একটি আসনে। তাঁর পাশেই পড়ে রয়েছে একটি রিভলভার। রেল সূত্রে খবর, মৃত ব্যক্তি প্রাক্তন সেনাকর্মী, নাম সঞ্জয় সিং পরমা। প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে জিআরপি। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে ৭ এম এম দেশি পিস্তল। রেল পুলিশ সুপার এস সেলভা মুরুগান বলেছেন, "গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে।"

ফরিদাবাদ : স্কুল বাসে আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা পেল শিশুরা

ফরিদাবাদ, ১১ এপ্রিল (হি. স.) : হরিয়ানার ফরিদাবাদে জাতীয় সড়কের কাছে একটি বেসরকারি স্কুলের বাসে হঠাৎ আগুন লাগে। যদিও অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে শিশুরা। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে।

একটি বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেল। একটি বেসরকারি স্কুলের বাসে হঠাৎ আগুন লাগলেও চালকের সতর্কতার কারণে বাসে বসা সব শিশুকে সময়মতো নিরাপদে নামানো হয়। একটি দোকানও বাসে আগুনের কবলে পড়ে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকল কর্মীরা।

বাসের চালক ভগত জানান, যে সময় বাসে আগুন লাগে তখন স্কুলের প্রায় ৮-১০ জন শিশু বাসে বসে ছিল। বাসটি জিটি রোডে পার্ক করা ছিল, যখন হঠাৎ ধোঁয়া বের হতে শুরু করে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বাসটিতে আগুন ধরে যায়। চালক সময়মতো বাসে বসা ৮-১০ শিশুকে নামিয়ে দেন।

রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিলেন তৃণমূলের লুইজিনহো ফালেইরো

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি. স.) : সোমবারই জাতীয় দলের স্বীকৃতি হাতছাড়া হয়েছে তৃণমূলের। আর তার পরের দিনই। রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিলেন তৃণমূলের লুইজিনহো ফালেইরো। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই পদত্যাগ করলেন তিনি। পদত্যাগের কারণ হিসেবে শারীরিক অসুস্থতা দেখিয়েছেন তিনি। তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন রাজ্যসভার চেয়ারপার্সন জগদীপ ধনকড়।

রাজ্যসভায় এক সাংসদ হাতছাড়া হল তৃণমূলের। মেয়াদ শেষ হতে এখনও তিন বছর সাত মাস বাকি ছিল তাঁর। তার ঢের আগেই মঙ্গলবার তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিলেন গোয়ার প্রাক্তন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।এদিন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়ের কাছে নিজের ইস্তফাপত্র জমা দেন ফালেইরো। পদত্যাগের কারণ হিসেবে শারীরিক অসুস্থতা দেখিয়েছেন তিনি। তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন রাজ্যসভার চেয়ারপার্সন জগদীপ ধনকড়। বছর দেড়েক আগে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন লুইজিনহো ফালেইরো।

দু''-দু''বার গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন লুইজিনহো। ২০২১ সালে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন তিনি। তার দু''মাসের মধ্যে তাঁদের রাজ্যসভায় পাঠায় জোড়াফুল শিবির।দীর্ঘদিনের তৃণমূল নেত্রী অর্পিতা ঘোষকে সরিয়ে লুইজিনহোকে সাংসদ করে রাজ্যসভায় পাঠায় তৃণমূল। ৭১ বছরের সেই লুইজিনহোই রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে পদত্যাগ করলেন।

জাতীয় দলের তকমা হারানো তৃণমূলকে কটাক্ষ দিলীপের

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি. স.) : ঘাসফুল প্রতীকটাই তুলে দেওয়া উচিত বলে মনে করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ। মঙ্গলবার এনিয়ে শাসকদলকে কটাক্ষ করেছেন তিনি।

নিত্যদিনের মতো প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন বিজেপি নেতা। একাধিক ইস্যুতে সাংবাদিকদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় তকমা চলে যাওয়া নিয়ে মন্তব্য করেন। বিজেপি নেতা বলেন, "কোনও-কোনও রাজ্যে তৃণমূল একবার-দুবার ভোট পেয়েছিল। ওরা ভেবেছিল আর পাঁচটা পার্টির মতো হবে। তবে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস যে ধরনের দুর্নীতি হিংসা,মারামারি করছে এর থেকে গোটা ভারতের লোক তৃণমূলের আসল রূপ জেনে গিয়েছে। কোথাও ভোট দিচ্ছে না। গোয়া এবং ত্রিপুরা, মণিপুর ও অসমে প্রচুর টাকা খরচা করেছেন নির্বাচনের জন্য। কিন্তু কোথাও ভোট পাননি। স্বাভাবিকভাবে ভোটের শতাংশ কমে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তকমা চলে গেল।"

সোমবার সন্ধ্যে নাগাদ বড়সড় ধাক্কা আসে ঘাসফুল শিবিরে। 'সর্বভারতীয়' জাতীয় দলের তকমা হারায় তৃণমূল। মণিপুর ও অরুণাচল প্রদেশের রাজ্য দলের

তকমাও হারায় ঘাসফুল শিবির। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয় এই কথা। আর তারপরই খোঁচা দিতে শুরু করে বিজেপি। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর পর আসরে এবার সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ। নাম না করে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে দিলীপের পরামর্শ, এবার সর্বভারতীয় পার্টি হওয়ার স্বপ্ন, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন, দিল্লি জেতার স্বপ্ন, আপাতত মুলতুবি রাখতে হবে। দিলীপ ঘোষের মন্তব্য, "দুর্নীতির জন্য কেউ আর তৃণমূলকে ভোট দেয় না। সারা দেশে এদের কোনও প্রভাব নেই। এখন জাতীয় দলের তকমা হারিয়ে পশ্চিমবঙ্গেই অস্তিত্বের লড়াই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন শেষ। ওই দলের প্রতীকটাও উঠে যাবে।"

একাধিক রাজ্যে নির্বাচনে হতাশাজনক ফলাফল-সহ বেশ কয়েকটি কারণে সদ্য জাতীয় দলের তকমা হারিয়েছে তৃণমূল। সোমবার জাতীয় নির্বাচন কমিশন একথা জানিয়েছে। একইভাবে শরদ পওয়ারের এনসিপিও খুইয়েছে জাতীয় দলের তকমা। তবে পঞ্চায়েত ভোটের আগে এ রাজ্যের শাসকদলের এই স্বীকৃতি হারানোকে বড়সড় ধাক্কা বলে মনে করছে গেরুয়া শিবির। অন্তত নেতাদের কথায় তা স্পষ্ট।

পিছিয়ে গেল ডিএ মামলার শুনানি শীর্ষ আদালতে

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি. স.) : সুপ্রিম কোর্টে আবার পিছিয়ে গেল ডিএ মামলার শুনানি। এই নিয়ে ছ'বার। সুপ্রিম কোর্টের তরফে আপাতত মামলাটির শুনানি স্থগিত রাখা হয়েছে। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে পরবর্তী শুনানির তারিখ। দেশের শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, ডিএ মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ২৪ এপ্রিল। ২০২২ সালের মে মাসে রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের ৩১ শতাংশ হারে ডিএ দেওয়ার নির্দেশ দেয় কলকাতা হাই কোর্ট। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল রাজ্য। রাজ্যের যুক্তি, হাই কোর্টের সিদ্ধান্ত মেনে ডিএ দিতে হলে প্রায় ৪১ হাজার ৭৭০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। যা রাজ্য সরকারের পক্ষে এই মুহূর্তে বহন করা কঠিন। রাজ্যের সরকারি কর্মচারী সংগঠনের আইনজীবী দাবি করেন, বকেয়া ডিএ দিতে হলে রাজ্যের উপর বিশাল অঙ্কের আর্থিক বোঝা চাপবে। কিন্তু ডিএ সরকারি কর্মচারীদের প্রাপ্য অধিকার। এর থেকে তাঁদের কখনওই বঞ্চিত করা যাবে না। এর পর গত বছর ৫ ডিসেম্বর মামলাটি শুনানির জন্য সুপ্রিম কোর্টে উঠলেও বার বার পিছোচ্ছে ডিএ মামলার শুনানি। গত বছরের ৫ ডিসেম্বর ডিএ মামলার প্রথম শুনানির দিন ধার্য ছিল। কিন্তু ওই দিন শুনানি হয়নি। এর পর আরও তিন বার পিছিয়ে যায় শুনানি। অবশেষে গত ২১ মার্চ এই মামলার শুনানি হবে বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মামলাটির শুনানি আবার স্থগিত রাখা হয়। এর পর মামলার শুনানি পিছিয়ে ১১ এপ্রিল অর্থাৎ মঙ্গলবার ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু মঙ্গলবার বিচারপতি দীনেশ মাহেশ্বরী এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ মামলাটির শুনানি আবার পিছিয়ে দেয়।

এ বছর বর্ষা হবে স্বাভাবিক জানালো আইএমডি

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি.স.): এ বছর ভারতে বর্ষা হবে স্বাভাবিক। মঙ্গলবার এমনটাই জানালেন ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-এর ডিরেক্টর মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র। জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বর্ষার ব্যাপারে মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করেন ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-এর ডিরেক্টর মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র। তিনি বলেছেন, এ বছর বর্ষা হবে স্বাভাবিক।

একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, বর্ষার মরশুমে এল নিনোর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে এবং এল নিনোর প্রভাব ঋতুর দ্বিতীয়ার্ধে দেখা যেতে পারে।

এল নিনো কি?

আক্ষরিক অর্থে এলনিনো মানে ছোট্ট ছেলে। স্প্যানিশ ভাষায় বলা হয় ছোট্ট যীশু। ১৬০০ সালে দক্ষিণ আমেরিকার মৎস্যজীবীরা প্রথম প্রশান্ত মহাসাগরে এই আবহাওয়ার পরিবর্তনের বিষয়টি নজরে আনেন। এদিকে ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি মাসের মধ্যে প্রতি তিন ও সাত বছর অন্তর এই আবহাওয়ার ধরণের বদল ঘটে। বায়ু, সমুদ্র স্রোত, সমুদ্রের ও আবহাওয়ার তাপমাত্রার ভারসাম্য নষ্ট হওয়া ও বায়োস্ফিয়ারের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার জেরে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়।

এল নিনো হলে আবহাওয়ার কী পরিবর্তন হয়?

এল নিনোর জেরে ঠান্ডা জল কোনওভাবেই ভৌম তলে আসতে পারে না। এর জেরে জল অস্বাভাবিকভাবে গরম হয়ে যায়। এল নিনোর প্রভাবে ঠিক কী হতে পারে?

উষ্ণ জল মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে মারাত্মক খারাপ প্রভাব ফেলে। গড় বৃষ্টিপাতের তুলনায় বেশি বৃষ্টি হতে শুরু করে। আবার তার বিপরীত ঘটনাটিও রয়েছে। এল নিনোর প্রভাবে অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ এশিয়ার একাংশে প্রচন্ড খরা পরিস্থিতি তৈরি হয়। প্রশান্ত মহাসাগরে সাইক্লোন ও টাইফুনের প্রবনতাও বাড়িয়ে দেয় এই এল নিনো।

কার্যত আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার জেরে গোটা বিশ্বকে ভুগতে হচ্ছে। এবার ফের এল নিনো ফিরে আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এক্ষেত্রে ফের আবহাওয়ার ক্ষেত্রে বড় বদলের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।

হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ। কাকলি

শক্তিগড়ে ফের খুন, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কালনা থেকে গ্রেফতার আততায়ীপূর্ব বর্ধমান, ১১ এপ্রিল (হি. স.) : কয়লা মাফিয়া রাজু ঝা খুনের ঠিক ১০ দিনের মধ্যেই ফের হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী শক্তিগড়ে। সোমবার রাতে তন্ময় মালিক নামে এক যুবকের দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনার পর আততায়ী কালনায় পালিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হল না। খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত সন্দেহে রাখি মুর্মু ওরফে পিণ্টু। কী কারণে খুন, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সোমবার রাতে যেখানে তন্ময়ের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে, সেখান থেকে বড়জোড় দেড় কিলোমিটার দূরে খুন করা হয়েছিল রাজু ঝা'কে। জানা যাচ্ছে, তন্ময়দের বাড়ি হিরাগাছিতে। প্রায় একবছর ধরে হুগলির চন্দননগরে মা পূজা মালিক ও বোনের সঙ্গে থাকতেন। আইটিআই পাশ করে একটি সংস্থায় তন্ময় কাজ করতেন বলে জানিয়েছেন তাঁর ঠাকুমা তারা মালিক।

তন্ময় নিয়মিত হিরাগাছিতে তাঁর বাবা তাপস মালিক-সহ অন্যদের কাছেও আসতেন। এখানে এক বন্ধুর বাড়িতেও মাঝেমাঝে থাকতেন। তারা মালিক জানান, এদিন ভোরে তন্ময় হিরাগছির বাড়িতে এসেছিল। প্রতিষেধকের শংসাপত্র প্রয়োজন বাইরে চাকরিতে যাওয়ার জন্য। সেটা করাতেই এখানে এসেছিল বলে তারাদেবী জানান।তন্ময়ের বাবা তাপস মালিক বলেন, "এদিন বিকেলে ট্রেন ধরে চন্দননগর যাওয়ার কথা ছিল ছেলের। বিকেলে বাবার বাইকে চেপে স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল। সঙ্গে দেখা করে ট্রেন ধরবে বলে আমার বাইক থেকে নেমে যায়। আমিও চলে যাই। তারপর এমন ঘটনা ঘটতে পারে বুঝতে পারিনি।" ঘটনাস্থল থেকে আততায়ীর সাইকেল উদ্ধার হয়েছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

দীর্ঘ সময় হেয়ার স্ট্রেইটনার ব্যবহারে ক্যান্সারের ঝুঁকি থাকছে

বর্তমান সময়ে চুল মসৃণ ও সোজা করতে সব বয়সী মেয়েরা হেয়ার স্ট্রেইটনারের দিকেই ঝোঁকেন। তবে দীর্ঘ দিন হেয়ার স্ট্রেইটনার ব্যবহারে অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। চুলের ক্ষতি থেকে শুরু করে ঘন ঘন এটি ব্যবহারের ফলে ক্যান্সারের ঝুঁকি পর্যন্ত বাড়ে। এ কারণে এই যন্ত্র ব্যবহারে সচেতন হওয়া জরুরি। টানা হেয়ার স্ট্রেইটনার ব্যবহারে আপনার চুলকে শুষ্ক এবং ভঙ্গুর করতে পারে। কারও কারও ক্ষেত্রে এটা স্থায়ী সমস্যায় পরিণত হয়। এটি এড়াতে, স্ট্রেইটনার ব্যবহার করার আগে একটি তাপ রক্ষাকারী স্প্রে ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষতি এড়াতে ভেজা চুলে এটি ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন। স্ট্রেইটনার থেকে বের হওয়া উচ্চ তাপে মাথার ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ কারণে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায় এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্ট্রেইটনার ব্যবহার করা উচিত। চুলের একই অংশে খুব বেশি সময় ধরে স্ট্রেইটনার ব্যবহার করা এড়ানোও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে ত্বক পুড়ে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়াতে পারে। ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ ক্যান্সারে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মেয়েরা চুল স্ট্রেইনার ব্যবহার করেন না তাদের তুলনায় যারা চুল স্ট্রেইটনার ব্যবহার করেন তাদের স্তন ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বেশি। এর কারণ হল হেয়ার স্ট্রেইটনারে কিছু রাসায়নিক থাকে যা ত্বকের সংস্পর্শে আসলে বা এ সময় শ্বাস নেওয়া হলে শরীরের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে। ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে, যেখানে ভালোভাবে বাতাস চলাচল করে এমন জায়গায় হেয়ার স্ট্রেইটনার ব্যবহার করা উচিত। এছাড়া ক্যান্সারের ঝুঁকি এড়াতে এই যন্ত্র ঘন ঘন ব্যবহার করা এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ। হেয়ার স্ট্রেইটনার ব্যবহারে চুল পাতলা হওয়া, চুল পড়া বাড়তে পারে। এই ঝুঁকিগুলি কমানোর জন্য, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য সহ একটি উচ্চ-মানের হেয়ার স্ট্রেইটনার বাছাই করা এবং সীমিত আকারে ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ।

আপনি যেভাবে বুঝবেন, আপনার মানসিক বিরতির প্রয়োজন

বর্তমান সময়ে কাজের চাপে কমবেশি সবাই মানসিক চাপে থাকেন। দীর্ঘ দিনের মানসিক চাপ, উৎকণ্ঠা মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে। এতে দৈনন্দিন জীবনযাত্রাও ব্যাহত হয়। মানসিক স্বাস্থ্য খুব বাড়তে থাকলে কিছুদিন ব্যস্ত জীবন থেকে বিরতি নিন। এমন কিছু লক্ষণ আছে যাতে বুঝতে পারবেন মানসিকভাবে ভালো থাকবে আপনার বিরতি নেওয়া প্রয়োজন। আপনি যদি সারাক্ষণ ক্লান্ত বোধ করেন তাহলে বুঝবেন বিরতি নিতে হবে। ক্লান্তির কারণে দৈনন্দিন কাজ করা কঠিন হয়ে উঠতে পারে। যদি দেখেন সবসময় আপনার মেজাজ খিটখিটে, কাছের মানুষদের সঙ্গে বলতেও বিরক্ত লাগছে তাহলে বুঝবেন অতিরিক্ত মানসিক চাপের মধ্যে আছেন। এখন আপনার বিরতি নেওয়া দরকার। তা না হলে আপনার আচরণের কারণে অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হতে পারে। মানসিক চাপ বেশি হলে বিভিন্ন শারীরিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন- মাথাব্যথা, পেশিতে টান এবং হজম সংক্রান্ত সমস্যা ইত্যাদি। আপনি যদি এই উপসর্গগুলির মধ্যে কোনটি অনুভব করেন তাহলে বুঝবেন কিছুদিন বিরতি নিতে হবে। তা না হলে মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে। ঘন ঘন ঘুমের সমস্যা হলে বুঝতে হবে আপনি মানসিক চাপে আছেন। আপনার বিরতি নেওয়া দরকার। অপর্যাপ্ত ঘুম শারীরিক-মানসিক দুই ভাবেই ক্ষতি করে। যদি দেখেন যে বিষয়গুলি আপনি উপভোগ করতেন বা আপনাকে আনন্দ দিত সেসব কিছুই আর ভালো লাগছে না, তাহলেও বুঝবেন আপনি মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আপনার বিরতি নেওয়া প্রয়োজন।

শসা খোসাসহ খেলেই ভালো

এমনিতে ফল বা সবজির খোসা ছাড়িয়ে খাওয়ার অভ্যাস আমাদের। কিন্তু খেয়াল করে দেখবেন আশপাশে অনেকেই খোসা-সহ সবজি খেয়ে থাকেন এবং দাবি করেন খোসায় নাকি অনেক গুণ। অবশ্য এই যুক্তি যে সবটা ভিত্তিহীন এমনটা নয়। সব রকম সবজি বা ফল খোসা-সহ খাওয়া না গেলেও শসা কিন্তু খোসাসহ খেলেই ভালো। পুষ্টিবিদদের মতে, সবজির সবুজ রঙের খোসায় অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের পরিমাণ সব চেয়ে বেশি থাকে। শুধু তাই নয়, খোসা-সহ শসায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার। ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য কমাতে খুবই কাজে দেয় শসা। এ ছাড়াও শসার খোসায় রয়েছে বিভিন্ন রকম খনিজ, ভিটামিন কে এবং ভিটামিন সি। শসার খোসা ছাড়িয়ে ফেললে তা বাদ চলে যায়। তবে, খাওয়ার আগে খোসা-সহ শসা খাওয়ার আগে অবশ্যই ভালো করে ধুয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন পুষ্টিবিদরা।

ডিম শরীরের জন্য খুবই উপকারী

ডিম যেমন পুষ্টিকর খাবার তেমনি সুস্বাদুও। ডিম দিয়ে তরকারি, ভুনা, কোরমা যাই তৈরি করা হোক না কেন, সবচেয়ে বেশি পুষ্টি লুকিয়ে আছে কিন্তু ডিম পোচ, ওমলেট আর সেদ্ধ ডিমে। পুষ্টিবিদরা বলছেন, পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ দিয়ে ডিম ওমলেট করার চেয়ে বেশি সেদ্ধ বা পোচে বেশি পুষ্টিগুণ থাকে।

তবে অনেকেই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন-পোচে বেশি পুষ্টিগুণ নাকি সেদ্ধ ডিমে। ডিমে ফলেট, কোলিন, ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি, ভিটামিন ই, লেটিইন এবং জি-অ্যাকজানথাইন থাকে। যা শরীরের জন্য খুবই উপকারী। সেদ্ধ ডিমে এসব উপাদান অক্ষুণ্ণ থাকার পাশাপাশি ক্যালরির পরিমাণ থাকে ৭০ ভাগ।

অথচ পোচ ডিমে ক্যালরির পরিমাণ থাকে ৯০ ভাগ। তাই পোচ ডিম খেলেই বেশি পুষ্টি আর লাভ হবে আপনার। পোচ করা ডিমের পুষ্টিমান আরও বাড়াতে সরিষা তেলে ডিম ভেজে নিতে পারেন। আর শিশুদের ক্ষেত্রে ডিম পোচ করতে তেলের পরিবর্তে গরম জলের মধ্যে ডিম পোচ করে নিতে পারেন।

এবার কলার প্যাক দিয়ে চুলের সমস্যা দূর করুন

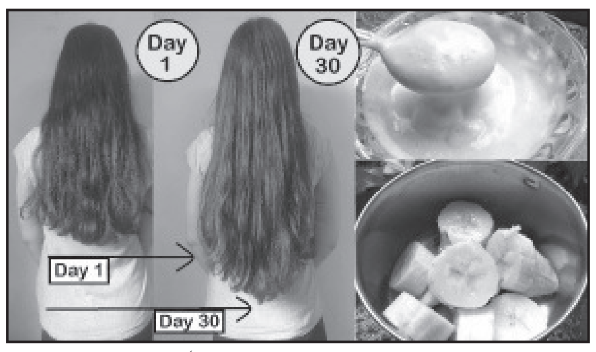

দূষণের কারণে বর্তমান সময়ে অধিকাংশ মানুষের চুল রুক্ষ, শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে চুলও ঝরে পড়ছে। এসব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চুলের যত্ন নেওয়া জরুরি। যারা চুল নিয়ে নানা সমস্যায় ভুগছেন তারা কলা ব্যবহার করে এসব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

এতে থাকা পটাশিয়াম, ভিটামিন সি, ভিটামিন বি ৬, ম্যাগনেশিয়াম, প্রোটিন চুলের জন্য খুবই জরুরি। এছাড়াও কলা দিয়ে বানানো কিছু হেয়ার প্যাক ব্যবহার করতে পারেন। একটা পাকা কলা চটকে নিন। এবার তাতে এক চামচ নারকেল তেল এবং এক চামচ নারকেলের দুধ মেশান।

এবার সবটা মিশিয়ে একটা পেস্ট বানান। এবার চুল শ্যাম্পু করে শুকিয়ে নিন। তারপর মাথার ত্বকে এবং পুরো চুলে এই প্যাক লাগান ভালো করে। তারপর ৩০ মিনিট এভাবে রাখুন। এরপর আবার শ্যাম্পু করে মাথা ধুয়ে নিন। নারকেল তেল চুলে পুষ্টি জোগাবে এবং চুল পড়া বন্ধ করবে। অন্যদিকে কলা চুলে আর্দ্রতা জোগাবে। এতে চুলের উজ্জ্বলতা বাড়বে।

এছাড়া একটি পাকা কলা চটকে নিন। তারপর দুটি ডিম দিন। এখন এক চামচ অলিভ অয়েল এবং এক চামচ মধু মিশিয়ে একটি প্যাক বানান। এবার এটা ভালোভাবে চুলে লাগিয়ে এক ঘণ্টা রেখে ধুয়ে ফেলুন। এই মাস্ক চুলে পুষ্টি জোগাবে সঙ্গে চুলের উজ্জ্বলতা বাড়াবে। দই চুল পড়া রোধ করে। একই সঙ্গে চুলের রং ধরে রাখে। একটা পাকা কলা চটকে তাতে ২-৩ চামচ টক দই মিশিয়ে এই পেস্ট চুলের গোড়া থেকে নিচ পর্যন্ত লাগান। আধ ঘণ্টা রেখে ধুয়ে ফেলুন। শ্যাম্পু করে নিন। এতে আপনার চুল ভালো থাকবে।

শনিবারের সন্ধেবেলা মুখরোচক কাটলেট খাওয়ার সাধ মেটাতে পারে ওটস

শনিবারের বিকাল মানেই ছুটির আমেজ। কাজের ঝামেলা নেই। আগামিকাল অফিস যাওয়ার তাড়া নেই। সুতরাং, আজ রাতে জমিয়ে আনন্দ করা যাবে। আর তার সঙ্গে থাকবে খাওয়া-দাওয়া। যদিও স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করতে গিয়ে রাস্তার খাবার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন অনেকেই। তবু মাঝে মাঝে মুখরোচক খাবার খেতে ইচ্ছা যায়। যদিও বেশিরভাগ মানুষের ধারণা মুখরোচক খাবার মানে স্বাস্থ্যকর নয়। কিন্তু সঠিক পদ বেছে নিলে পাল্টে যাবে এই ধারণাও। বাড়িতে আপনি বিরিয়ানি থেকে চাউমিন সবই বানিয়ে খেতে পারেন কম তেলে। কিন্তু ছুটির দিনে কে আর ঝক্কি পোহাতে চায়। সহজ ও মুখরোচক খাবারের খোঁজে থাকলে সন্ধেবেলা বানিয়ে নিতে পারেন ওটসের কাটলেট।

ওটস যে স্বাস্থ্যকর সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। হার্ট থেকে শুরু করে পেট, সব কিছুর খেয়াল রাখে ওটস। জলখাবারে এখন অনেকেই ওটসের তৈরি পদ খান। ওটসের পুডিং, মশলা ওটস, ওটসের পায়েস, ইডলি, পোলাও এই ধরনের খাবারগুলো যেমন সুস্বাদু হয়, তেমনই স্বাস্থ্যকর। তাছাড়া এক বাটি ওটস খেয়ে নিলে খিদেও পায় কম। কিন্তু মুখরোচক খাবার হিসেবে অনেকেই ওটসকে এড়িয়ে যান। অন্যান্য পদগুলোর মতোই ওটসের কাটলেটও সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর।

যাঁরা ওজন কমাচ্ছেন, কোলেস্টেরল রয়েছে কিংবা ডায়াবেটিসে ভুগছেন, তাঁদের তেলে ভাজা কোনও খাবার চলে না। সেক্ষেত্রে আপনি এই ওটসের কাটলেট বানিয়ে খেতে পারেন। এতে তেলে পরিমাণ নামমাত্র। আর ফাইবার থাকে ভরপুর পরিমাণে। চায়ের সঙ্গে যখন আড্ডা জমবে, সেখানে এই ওটসের কাটলেট আসর ভরিয়ে রাখবে। তাহলে দেরি কিসের, চলুন দেখে নেওয়া যাক এই ওটসের কাটলেট তৈরির সহজ রেসিপি।

ওটসের কাটলেট তৈরির রেসিপি- প্রথমে ১ কাপ ওটস নিয়ে শুকনো কড়াইতে ভেজে নিন। ওটসটা আলাদা পাত্রে রেখে দিন। ২টো আলু সেদ্ধ করে নিয়ে চটকে মেখে নিন। ওটসের সঙ্গে আলু সেদ্ধ মাখা, ১/২ কাপ গ্রেট করা পনির, ১/২ টেবিল চামচ আদা বাটা, ২ টেবিল চামচ গাজর কুচি, ২ টেবিল চামচ ক্যাপসিকাম কুচি ভাল করে মিশিয়ে নিন। এবার এতে নুন, মরিচ, গরম মশলা মিশিয়ে দিন। মিশ্রণটি ভাল করে মেখে নেবেন। তারপর এই মিশ্রণ থেকে লেচি কেটে কাটলেটের আকার দিন। আপনি গোল আকারেরও বানাতে পারেন, আবার ডায়মন্ড শেপও দিতে পারেন। এবার ফ্রাইং প্যানে ২ চামচ সাদা তেল গরম করুন। ওটসের কাটলেটগুলো ভেজে নিন। কাটলেটের উভয় দিক ভাল করে ভেজে নেবেন। এবার টমেটো সস বা মেয়োনিজ দিয়ে পরিবেশন করুন ওটসের কাটলেট।

গোড়ালি ফাটা থেকে যেভাবে মুক্তি পাবেন

আবহাওয়ার পরিবর্তন, পুষ্টির অভাব, প্রচুর সাবান ব্যবহার করা, দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকা এবং আরও কিছু কারণে গোড়ালি ফাটে। এছাড়াও চিকিৎসাগত কারণ, ভিটামিনের অভাব, ডিহাইড্রেশন, সঠিক জুতা না পরলেও পা ফাটে। সাধারণত ঘরোয়া কিছু পদ্ধতিতেই পা ফাটা দূর করা যায়। কলার খোসায় প্রচুর পরিমাণে অ্যামিনো অ্যাসিড এবং ভিটামিন এ, বি, সি এবং ই রয়েছে, যা ফাটা গোড়ালি সারাতে চমৎকার কাজ করে। কলার ময়শ্চারাইজিং বৈশিষ্ট্য শুষ্ক এবং ফাটা গোড়ালির চিকিৎসার জন্য উপকারী। এটি ত্বকের কোমলতা পুনরুদ্ধার করতে এবং ত্বক থেকে মৃত কোষ অপসারণ করতে সাহায্য করে। এছাড়া মধু ব্যবহার করতে পারেন। মধুতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্যে গোড়ালি ফাটা নিরাময়ে কাজ করে।

লেবুর রস এবং ভ্যাসলিন বেশ কার্যকরি। অম্লীয় প্রকৃতির লেবুর রস ভ্যাসলিনের সঙ্গে মেশাতে পারলে তা ফাটা গোড়ালির জন্য জাদুকরী কাজ করতে পারে। লেবুর রস শক্ত, শুষ্ক ত্বককে নরম করতে সাহায্য করে। চালের গুঁড়ো ত্বককে এক্সফোলিয়েট এবং বিশুদ্ধ করতে পরিচিত। যদিও মধু একটি প্রাকৃতিক অ্যান্টিসেপটিক হিসাবে পরিচিত, যা ফাটা গোড়ালি সারাতে সাহায্য করে। চালের আটা, মধু এবং ভিনেগারের সংমিশ্রণ ফাটা গোড়ালির সমস্যা কমাতে সাহায্য করে।

রোজাদার গর্ভবতী মায়েদের জন্য পরামর্শ

পূর্ণবয়স্ক নারী পুরুষের উপর রমজানের রোজা ফরজ হলেও গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মায়েদের বিষয়ে একটু বেশি সতর্কতার দরকার রয়েছে।

গর্ভবতী মায়ের সেহেরির খাবার যেমন হবে: গর্ভাবস্থায় রোজা রাখতে চাইলে সেহেরিতে তাকে একজন স্বাভাবিক মানুষের খাদ্যতালিকার ন্যায় সুষম খাবার খেতে হবে।

তাকে ক্যালরি ও আঁশযুক্ত খাবারের দিকে বেশি খেয়াল করা দরকার। গরমের সময় রোজা বলে জলশূন্যতা ও শরীরে লবণের পরিমাণ কমে যাওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে; এজন্য এদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। তাই ইফতার ও সেহেরির সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করতে হবে। তাছাড়া যেসব খাবারে গ্যাস হয় বা বুক জ্বালা করে সেহেরির সময় সেসব খাবারগুলো যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। খাবারের মেন্যুতে আমিষ, শর্করা, সবুজ ও রঙিন শাক সব্জির সঙ্গে ডাল ও বাদাম জাতীয় খাবার এবং একটি দেশীয় ফল যেমন: কলা, পেয়ারা ইত্যাদি রাখা উচিত।

গর্ভবতী মায়ের ইফতারের খাবার যেমন হবে: গর্ভবতী মায়েরা খেজুর, ফলের জুস খেয়ে ইফতার শুরু করতে পারেন। এতে তাদের রক্তের সুগার লেভেল ঠিক থাকবে। ইফতারির মেন্যুতে দুধও রাখা যায়। এছাড়া খাবারের তালিকায় সবজি, স্যুপ, সালাদ, মাছ, মাংস, প্রোটিনযুক্ত খাবার যেমন: ডাল, বাদামি চালের ভাত এবং গমের রুটি ইত্যাদি রাখতে পারেন।

রোজাদার গর্ভবতী মায়েদের জন্য কিছু সতর্কতামূলক পরামর্শ: গর্ভাবস্থায় গুরুপাক, ভারি, ভাজাপোড়া, তৈলাক্ত ও মসলাযুক্ত খাবার ইত্যাদি পুরোপুরি এড়িয়ে চলুন। ইফতার ও সেহেরিতে যথেষ্ট পরিমাণে জল পান করুন। কোনো অবস্থাতেই সেহেরি না খেয়ে রোজা রাখার চেষ্টা করবেন না; তাতে শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে। গর্ভাবস্থায় বেশি বেশি আঁশযুক্ত, প্রোটিনযুক্ত ও ফ্যাটসম্পন্ন খাবার গ্রহণ করুন। কারণ এসব উপাদান ধীরগতিতে পরিপাক হয় বিধায় ক্ষুধা কম লাগবে। রোজার সময় বেশি বিশ্রাম নিন ও দুশ্চিন্তা এড়িয়ে চলুন। এ সময় অনেকক্ষণ রোদে বা গরমে অবস্থান না করে বাতাস আছে এমন খোলামেলা পরিবেশে থাকার চেষ্টা করুন। পারলে রাতে খাবারের পর বিশ্রাম নিয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করুন। ভালো থাকুন সবাই। নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত হোক সব গর্ভবতী মায়ের!!

মাত্রাতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারে চিরতরে বেঁকে যাবে আপনার মেরুদণ্ড

মাত্রাতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারে নানা ধরনের অসুখ হানা দিচ্ছে জীবনে। চিকিৎসা বিজ্ঞান যে রোগের নাম দিয়েছে "টেক্সট নেক"। একটি সমীক্ষা জানাচ্ছে, ৮ শতাংশ মানুষ এই অসুখের শিকার। ৩৫ শতাংশ এই অসুখের কথা জেনেও সচেতন নন। আর প্রায় ২১ শতাংশ একেবারে অসুখের দোরগোড়ায় এসে হাজির হয়েছেন।

এই অসুখে মেরুদণ্ড চিরতরে বেঁকে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। শুধু তাই নয়, ঘাড় এবং গলার হাড় ও মায়ুর উপর চাপ পড়ে তা চিরতরে ঝুঁকিয়ে দিতেও পারে। শরীর কত ডিগ্রি সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, তার উপর নির্ভর করবে ঘাড় ও গলা কতটা ওজন বইবে। মাথা নিচু করে মোবাইল ঘাঁটার সময়ে ঘাড় মোটামুটি ২০ থেকে ৩০ ডিগ্রি ঝুঁকে থাকে।

এতে চাপ পড়ে মেরুদণ্ডের উপর। দীর্ঘ দিন ধরে এমন চলতে থাকলে এক সময়ে সামনের দিকে ঝুঁকে যায় মেরুদণ্ড। ঘাড় বেঁকে যাওয়া, গলা এবং ঘাড় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়া- এমন মারাত্মক কিছু পরিণতি হতে পারে। এ ব্যাপারে চিকিৎকরা জানাচ্ছেন, এই অসুখ সারাতে হলে একটাই উপায়, তা হল মোবাইল ব্যবহারে রাশ টানা। না হলেই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এ অসুখ থাবা বসাবে যে কোনো সময়ে। সারাক্ষণ এভাবে ঘাড় গুঁজে মোবাইল ঘাঁটাতে নিষেধ করছেন স্বয়ং এর আবিষ্কারক কুপার। সত্তরের দশকে "মোটোরোলা ডাইনাট্যাক ৮০০০এক্স" মোবাইল ফোনটি দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল। আজ সেই যন্ত্র বদলে দিয়েছে গোটা দুনিয়াকে। আর সেই মোবাইল ফোনের অন্যতম স্রষ্টা স্যর মার্টিন কুপার দিনে খুব অল্প সময় ফোন ব্যবহার করেন। কুপারের মতে, "জীবনকে উপভোগ করতে গেলে মোবাইল ফোনের ব্যবহার কমাতে হবে।"

পেঁপে-গাজর দিয়ে কষিয়েই রাঁধুন মাংসের ঝোল

আপাতত গরম কমার কোনও সম্ভাবনা নেই। গড়মের পারদ যে ভাবে চড়ছে এই এপ্রিলেই তা রীতিমতো ভয় ধরানো। এদিকে গরম পড়লেই শরীরে দেখা দেয় একাধিক সমস্যা। পেট খারাপ, পেট গরম, হজম না হওয়া এরকম সব সমস্যা লেগেই থাকে। কোন খাবার খেয়ে হঠাতকরে সমস্যা হয়ে যায় তা বোঝাই যায় না। গরমে যত বেশি হালকা খাবার খাওয়া যায় ততই ভাল।

তাই বলে গরমের রবিবারে তো আর চিকেনের স্ট্যু খেতে ইচ্ছে করে না। যাঁরা হার্টের সমস্যায় ভুগছেন, লিভারের সমস্যা রয়েছে তাঁরা অধিকাংশ দিনই চিকেন এমন হালকা পাতলা ঝোল খান। রবিবারেও গাজর, পেঁপে দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন চিকেনের ঝোল। ভয় নেই এই চিকেন কিন্তু ট্যালট্যালে হয় না কম মশলা দিয়ে কষিয়েই রান্না করে নিতে পারবেন। আর হরম ভাতের সঙ্গে খেতেও দারুণ লাগবে। চিকেন ভাল করে ধুয়ে নিয়ে নুন, টকদই, গোলমরিচের গুঁড়ো আর সামান্য লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে মাখিয়ে রাখুন ১ ঘণ্টা। বড় বড় করে গাজর, আলু আর পেঁপে কেটে নিন। কড়াইতে বড় দেড় চামচ তেল দিয়ে প্রথমে গোটা গরম মশলা দিয়ে দিন। এবার পেঁয়াজ কুচি, ১ চামচ আদা বাটা, ১ চামচ রসুন বাটা মিশিয়ে দিন। এবার একটা টমেটো দিয়ে নেড়ে চেড়ে গাজর, আলু, পেঁপে দিয়ে কষাতে দিন। সামান্য হলুদ, নুন, জিরে গুঁড়ো মিশিয়ে কষাতে থাকুন। সবজি সামান্য সিদ্ধ হয়ে এলে ওর মধ্যে চিকেনের টুকরো মিশিয়ে আবারও কষাতে থাকুন। একদম লো ফ্লেমে রেখে কড়াইতে ঢাকা দিয়ে দিন। এভাবে রাখলেই চিকেন থেকে জল ছেড়ে আসবে। টক দই মেশানোতে আলাদা করে জল দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। চিকেনের তেল আর দই এর মধ্যে নিজস্ব যে জল থাকে তাতেই পুরো রান্নাটি হবে। এবার নামানোর আগে এই চিকেন কষাতে সামান্য গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। ঝাল খেতে চাইলে কাঁচালঙ্কা চিরে মিশিয়ে দিতে পারেন। ব্যাস, তৈরি চিকেনের হালকা-পাতলা কারি। গরম ভাতে এই চিকেনের সঙ্গে সামান্য লেবুর রস দিয়ে মেখে খেলে খেতেও বেশ ভাল লাগবে।

দেশের সশস্ত্র বাহিনী যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় যথেষ্ট সক্ষম : রাজনাথ সিং

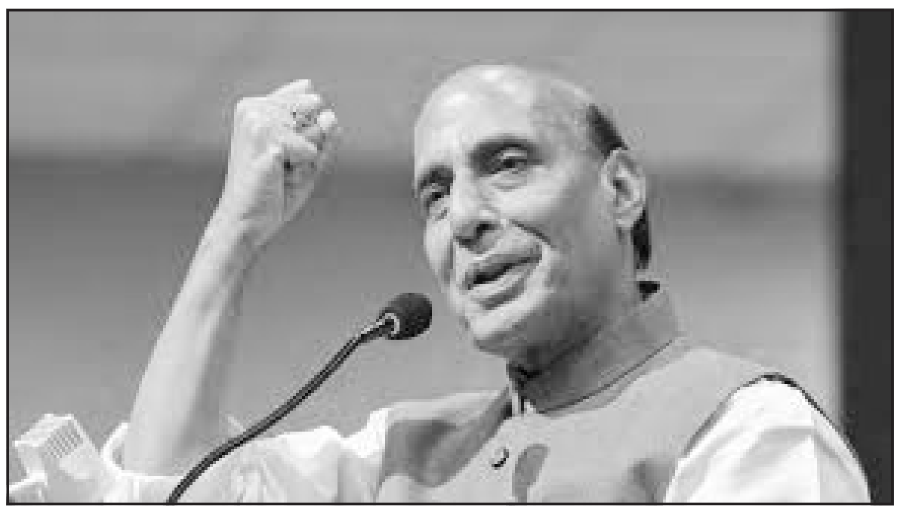

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি.স.): সীমান্তের দায়িত্ব ছাড়াও যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় যথেষ্ট সক্ষম ভারতের সশস্ত্র বাহিনী। এই মন্তব্য করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেছেন, নিজেদের প্রতিশ্রুতি এবং শৃঙ্খলার জন্য বিশ্বের মধ্যে সেরা ও অনন্য উদাহরণ ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী। মঙ্গলবার নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সৈনিক বোর্ডের সভায় সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন সৈন্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

কোভিড মহামারী চলাকালীন সমাজের সেবা করার জন্য প্রাক্তন সেনাদের নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন তিনি। রাজনাথ সিং বলেন, এই সমস্ত প্রাক্তন সৈনিকরা দেশের যে কোনও দুর্যোগ মোকাবিলায় অবদান রাখতে সদা প্রস্তুত। মন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, প্রাক্তন সেনারা জাতীয় সম্পদ এবং দেশ তাঁদের জন্য গর্বিত। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানিয়েছেন, কিছু রাজ্য প্রাক্তন সেনাদের জন্য নতুন চাকরি তৈরির জন্য নতুন উদ্যোগ নিয়েছে, যদিও এর জন্য আরও অনেক কিছু করা দরকার। তিনি আরও বলেছেন, সৈনিক কল্যাণ এবং কল্যাণ প্রকল্পগুলি রাজ্য এবং জেলা স্তরের সৈনিক কল্যাণ বোর্ডগুলি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে, দেশে ৩৪টি রাজ্য সৈনিক এবং ৪০৯টি জেলা সৈনিক অফিস রয়েছে।

গেহলট সরকারের বিরুদ্ধেই অনশনে শচীনের

জয়পুর, ১১ এপ্রিল (হি.স.): রাজস্থানের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলট নিজ দলের সরকারের বিরুদ্ধেই অনশন করলেন। মঙ্গলবার জয়পুরের শহিদ স্মারক স্থলে দিনব্যাপী অনশন করেছেন শচীন পাইলট। তিনি পূর্ববর্তী বসুন্ধরা রাজে সরকারের আমলে রাজ্যে কথিত কেলেঙ্কারির তদন্তের দাবি করছেন। শচীন অভিযোগ করেন, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেত্রী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়ার দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেনি বর্তমান সরকার। শচীনের কথায়, তিনি যখন রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন, তখন থেকেই বসুন্ধরা রাজে সরকারের দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছিলেন। তবে তাঁর দল সরকারে আসার পরও এই নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।

অনশন শুরু করার আগে, মহাত্মা গান্ধী এবং মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলের প্রতিকৃতিতে ফুল নিবেদন করেন পাইলট। অনশনস্থলে পাইলটের বিপুল সংখ্যক সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। এদিকে, রাজ্য পার্টির ইনচার্জ সুখজিন্দর সিং রনধাওয়া একটি বিবৃতি জারি করে পাইলটের অনশনকে দলের স্বার্থের পরিপন্থী বলে অভিহিত করেছেন এবং এটিকে "দলবিরোধী কার্যকলাপ" বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, সরকারের সঙ্গে শচীনের কোনও সমস্যা থাকলে তিনি দলের প্ল্যাটফর্মে আলোচনা করতে পারেন। স্বাভাবিকের শচীনের অনশনে মুখ পুড়ছে কংগ্রেসের।

বাংলাদেশ-ভারত সব ক্ষেত্রে একত্রে কাজ করলে লাভবান হবে দুই দেশ : তাজুল ইসলাম

ঢাকা, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : যোগাযোগ ব্যবস্থাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। যে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা যত বেশি উন্নত হবে, সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থানও ততটাই উন্নত। এই মন্তব্য করলেন বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রকের মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম। তাঁর কথায়, বাংলাদেশ ও ভারত সমস্ত ক্ষেত্রে এক সঙ্গে কাজ করতে পারলে লাভবান হবে দুই দেশই। বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর বাংলাদেশ প্রতিনিধির সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রকের মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম বলেছেন, ভারতের সঙ্গে আমরা শুধুমাত্র স্থানীয় সরকার মন্ত্রক নয়, দেশের স্বার্থে সমস্ত ক্ষেত্রেই এক সঙ্গে কাজ করতে পারলে বাংলাদেশ ও ভারত দুই দেশই লাভবান হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের অবদান, ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিটের অর্থায়নে চট্টগ্রাম ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিদ্যুতায়ন-সহ দু''দেশের সম্পর্কের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম।

হি.স: স্থানীয় সরকার মন্ত্রক-সহ কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এক সঙ্গে কাজ করতে পারে ভারত?

মন্ত্রী : ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো বাংলাদেশ-ভারত সব ক্ষেত্রে এক সঙ্গে কাজ করতে পারলে দু''টি দেশই লাভবান হবে। আর প্রতিবেশী ভারতই সেটা করতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধব পরিবর্তন করা বা তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রতিবেশী পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না। বর্তমানে সমগ্র ইউরোপ মিলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন হয়েছে বলেই দেশগুলি এত উন্নত হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। যে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা যতটা উন্নত হবে, সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থান ততটাই উন্নত। যেমন আমি ইউরোপের কথাই বলি, ইউরোপের দেশগুলি আলোচনার মাধ্যমে ঐক্যমতের ভিত্তিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেছে। এর মাধ্যমে ব্যবসা বণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, জ্ঞানবিজ্ঞানের আদানপ্রদান, শিক্ষা ব্যবস্থার বিনিময়-সহ সকল ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। যার ফলে ইউরোপীয় দেশগুলির আগে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পরে তা ব্যাপক ভাবে উন্নতি হয়েছে। ভারতে সঙ্গে আমরাও শুধু স্থানীয় সরকার মন্ত্রক নয়, সব ক্ষেত্রেই কাজ করতে পারি। এতে বাংলাদেশ-ভারত দুই দেশই লাভবান হবে।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন সর্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এ দেশের জন মানুষের আকাঙ্খা পূরণের জন্য। আর সেটা পূরণের জন্য অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে হচ্ছে প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্য দায়িত্বশীল ভুমিকা পালন করা। আমরা ভারতের সঙ্গে দায়িত্বশীল প্রতিবেশী হিসেবে সম্পর্ক রাখার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরর রহমানের বিদেশ নীতির ভিত্তিতে সম্পর্ক রক্ষার যে নীতি আদর্শ ছিল সে ভাবেই কাজ করে যাচ্ছি।

হি.স: ১৯৭১ সালে ভারতের অবদানের বিষয়টি কোন ভাবে দেখেন?

মন্ত্রী: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতি ঐব্যবদ্ধ ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে শুরু করেছিল। তখন পাকিস্তানিরা আমাদের নিরস্ত্র বাঙালিদের উপরে অত্যধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাধারণ মানুষদের হত্য শুরু করে, মা-বোনদের সম্ভ্রম লুন্ঠন করে, তখন নিরাপত্তার স্বার্থে এক কোটি বাঙালি ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। ভারত ১৯৭১ সালে এক কোটি বাঙালিকে আশ্রয় দিয়ে বিশ্বের বুকে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। ভারত শুধু আশ্রয় দিয়ে নয়, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

এমনকি মিত্র বাহীনি হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। আর পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে কয়েক হাজার ভারতীয় সেনা নিহত এবং আহত হয়েছিলেন। তাই আমাদের রক্ত দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতায় ভারতের কাছেও আমাদের রক্তে ঋণ রয়েছে। য বাঙালি জাতি আজীবন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ রাখবে।

আজ রাজস্থানে বন্দে ভারত এক্সেপ্রেসর উদ্বোধন

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি.স.): আরও একটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন পাচ্ছে ভারত, একইসঙ্গে রাজস্থান পাচ্ছে প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। ১২ এপ্রিল, বুধবার রাজস্থানের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ১২ এপ্রিল বেলা এগারোটা নাগাদ রাজস্থানের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটি রাজস্থানের জয়পুর থেকে দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট রেল স্টেশনের মধ্যে চলাচল করবে। এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের নিয়মিত পরিষেবা শুরু হবে ১৩ এপ্রিল থেকে। নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের জন্য নির্ধারিত সময়সূচী অনুসারে, ৫ ঘন্টা ১৫ মিনিটের মধ্যে আজমের থেকে দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত পৌঁছবে।

কেন্টাকিতে ব্যাঙ্কে হামলায় মৃত ৪; আহত ৯, পুলিশের গুলিতে আততায়ী নিকেশ

লুইসভিলে, ১১ এপ্রিল (হি.স.): আমেরিকার কেন্টাকির লুইসভিলের একটি ব্যাঙ্কে বন্দুকবাজের হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ৪ জন। এছাড়াও জখম ও আহত হয়েছেন ৯ জন। তাঁদের মধ্যে ৬ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পুলিশের গুলিতে নিকেশ হয়েছে ওই বন্দুকবাজ। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার (আমেরিকায় সময় অনুযায়ী)। কেন্টাকির একটি ব্যাঙ্কে হত্যালীলা চালানোর সময় লাইভস্ট্রীমও করছিল ওই আততায়ী বলে জানা গিয়েছে।

হত্যাকারী ২৫ বছরের কর্নর স্টারজিওন। কেন্টাকির ওল্ড ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কে হামলা চালানোর সময় তার হাতে একটি রাইফেল ছিল এবং ওই ব্যাঙ্কেই সে কাজ করত বলে জানা গিয়েছে। লুইসভিলে মেট্রো পুলিশ দফতরের এক আধিকারিককে মাথায় গুলি করে ওই হত্যাকারী। সকাল ৮.৩৮ মিনিটে ব্যাঙ্কে গুলি চলার খবর পাওয়ার পর তিন মিনিটের মধ্যে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। নিহতদের বয়স ৪০, ৬৩, ৬৪ এবং ৫৭ বছর, তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা রয়েছেন।

ওয়ানাডে রোড শো করলেন রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা

ওয়ানাড, ১১ এপ্রিল (হি.স.): নিজের পুরানো সংসদীয় কেন্দ্র, কেরলের ওয়ানাডে রোড শো করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবারের এই রোড শো-তে রাহুলের সঙ্গেই ছিলেন তাঁর বোন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরাও। বিপুল সংখ্যক মানুষ রোড শো চলাকালীন রাহুলকে দেখার জন্য উপস্থিত ছিলেন, সাধারণ মানুষের মধ্যেও রাহুলের এই রোড শো-কে ঘিরে উন্মাদনা দেখা গিয়েছে।

"মোদী পদবি" মন্তব্যের জন্য রাহুল গান্ধীকে দোষীসাব্যস্ত করেছে সুরাটের একটি আদালত। তাঁকে দুই বছরের জন্য কারাদণ্ডের সাজাও দিয়েছে আদালত। এরপর রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ করে দেওয়া হয়। লোকসভার সাংসদ পদ খারিজ হওয়ার পর মঙ্গলবার ওয়ানাডে যান রাহুল গান্ধী। তাঁর সঙ্গে ওয়ানাডে যান প্রিয়াঙ্কাও। সেখানে গিয়ে রোড শো করেছেন রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা।

ফের ইডি-র মুখোমুখি তেজস্বী যাদব

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি.স.): জমির বিনিময়ে রেলে চাকরি মামলায় আবারও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র দফতরে হাজিরা দিয়েছেন রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর নেতা তথা বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব। মঙ্গলবার বেলা ১০.৫৩ মিনিট দিল্লিতে ইডি-র সদর দফতরে পৌঁছে যান তেজস্বী যাদব। তদন্তকারী মুখোমুখি হয়েছেন তিনি।

নতুন করে ইডি-র সমন পাওয়ার পর মঙ্গলবার তদন্তকারী সংস্থার মুখোমুখি হয়েছেন বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব। এর আগে এই মামলায় তেজস্বীর দিদি ও রাজ্যসভার সাংসদ মিসা ভারতীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি। আবার প্রাক্তন রেলমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব ও তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিবিআই।

মুর্শিদাবাদের আদিবাসী পাড়ায় আগুনে পুড়ল ১০টি ঘর, গৃহহীন ৭টি পরিবার

মুর্শিদাবাদ, ১১ এপ্রিল (হি.স.): মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া থানা এলাকার মহিষমারি গ্রামের আদিবাসী পাড়ায় আগুনে পুড়ে গেল ১০টি ঘর। আশ্রয়হীন হয়ে পড়ল ৭টি পরিবার। আগুন নেভাতে গিয়ে স্থানীয় একজন জখম হয়েছেন। সোমবার মধ্যরাতে এই আগুন লাগে, মশা মারার কয়েল থেকে আগুন লেগে যায়। একে একে আগুনের গ্রাসে চলে যায় ১০টি ঘর। সংকীর্ণ রাস্তায় ঢুকতে পারেনি দমকলের গাড়ি। ফলে দমকলের ইঞ্জিন ফিরে যায়। স্থানীয়রাই আগুন নিভিয়ে ফেলেন। কিন্তু, ততক্ষণে পুড়ে যায় ১০টি ঘর।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার মধ্যরাতে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে একের পর এক বাড়িতে। ঘটনার পরপরই দমকলে খবর দেওয়া হয়। সঙ্গে স্থানীয়রাই নেমে পড়েন আগুন নেভানোর কাজে। কিছুক্ষণের মধ্যে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলের কাছাকাছি এলেও মহিষমারি গ্রামের আদিবাসী পাড়ায় যেখানে আগুন লেগেছিল, সেই জায়গাটি সরু গলিতে হওয়ায় ঢুকতে পারেনি দমকলের গাড়ি। এর মাঝেই আগুনের হাত থেকে বাঁচতে এলাকার বাসিন্দারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেও ৭ পরিবারের ১০টি ঘর কার্যত পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

বেশ কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় স্থানীয়রাই আগুন নিভিয়ে ফেললেও তাতে একজন আহত হন। একটি গবাদি পশুও মারা যায়। মশা মারার কয়েল থেকেই আগুন লেগে দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যাচ্ছে।

সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা তামিলনাড়ুর সরকারের

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি. স.): তামিলনাড়ুতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পথ সঞ্চালনে সবুজ সংকেত দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। মাদ্রাজ হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা রাজ্যের এমকে স্টালিন সরকারের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আদালত।

গত ২৭ মার্চ সব পক্ষের যুক্তিতর্ক শুনানি শেষে রায় সংরক্ষণ করেন আদালত। তামিলনাড়ু সরকার সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দায়ের করে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে।

তামিলনাড়ু সরকারের পক্ষে অ্যাডভোকেট জেনারেল মুকুল রোহাতগি বলেন, "আমরা রুট মার্চের বিরুদ্ধে নই তবে এটি সব জায়গায় একযোগে হওয়া উচিত নয়। তাদের জন্য একটি জায়গা দেওয়া যেতে পারে যেখানে এটি আয়োজন করা যেতে পারে।"

রোহাতগি প্রস্তাবিত পথ সঞ্চালনের বিরোধিতা করে বলেন, "প্রতিটি রাস্তায় মিছিল করে কী লাভ। যেখানে পরিস্থিতি ভালো না, সেখানে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে বলে মিছিল বের করা উচিত নয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব সরকারের।

সেজন্য এটা না করলেই ঠিক হবে। আমাদের কাছে গোয়েন্দা রিপোর্ট রয়েছে যে সীমান্ত সংলগ্ন কিছু স্পর্শকাতর এলাকা রয়েছে, সেখানে মিছিল না করার কথা বলা হয়েছে।"

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পক্ষে, অ্যাডভোকেট মহেশ জেঠমালানি বলেন, "এর আগেও আমরা সরকার কর্তৃক উল্লেখিত এলাকায় মিছিল করেছি। এরপর আদালত বলেন, গণতন্ত্রের ভাষা এক এবং ক্ষমতারও এক ভাষা।

আপনি কোন ভাষায় কথা বলেন তা নির্ভর করে আপনি কোথায় আছেন তার উপর। তামিলনাড়ু সরকারের আবেদনে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চাওয়া হয়েছে। তামিলনাড়ু সরকার পিটিশনে বলেছে, সংঘের এই পথ সঞ্চালনের কারণে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে। আসলে, মাদ্রাজ হাইকোর্ট সংঘকে পথ সঞ্চালনের অনুমতি দেওয়ার সময় তার আদেশে বলেছিল যে গণতন্ত্রের উন্নতির জন্য প্রতিবাদও প্রয়োজন।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে, সঙ্ঘ তামিলনাড়ু রাজ্য জুড়ে পথ সঞ্চালন করতে চেয়েছিল। এটি ৪ নভেম্বর, ২০২২-এ হাইকোর্টের একক বেঞ্চ স্থগিত করেছিল। একক বেঞ্চের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করা হয় ডিভিশন বেঞ্চে। সিঙ্গল বেঞ্চের আদেশ উল্টে ডিভিশন বেঞ্চ সংঘকে পথ সঞ্চালনের অনুমতি দেয়। ডিভিশন বেঞ্চের এই আদেশকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করেছিল তামিলনাড়ু সরকার।

ফের খুনের হুমকি সলমন খানকে

মুম্বই, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : ফের খুনের হুমকি পেলেন অভিনেতা সলমন খান। দীর্ঘদিন ধরেই লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের তরফে বারবার খুনের হুমকি পাচ্ছেন অভিনেতা। এবার এক অচেনা ব্যক্তি সলমনকে খুনের হুমকি দিয়েছেন। সোমবার রাতে ফোনে খুনের হুমকি দেন ওই ব্যক্তি। মুম্বই পুলিসের কন্টোল রুমে ফোন করে ওই ব্যক্তি বলেন, আগামী ৩০ এপ্রিল সলমনকে খুন করবেন তিনি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির নাম রকি ভাই। তাঁর বাড়ি রাজস্থানের যোধপুরে। নিজেকে "গো রক্ষাক" দাবি করেছে সে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না সলমন খানের, একের পর এক খুনের হুমকি পাওয়ার পর বুলেট প্রুফ গাড়িও কিনেছেন তিনি। তাও হুমকি তাঁর পিছু ছাড়ছে না।

রেস্তোরাঁয় নারীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করলো তালিবান সরকারের

জারি করল তালিবান সরকার। আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশে উন্মুক্ত এবং বাগান আছে এমন রেস্টুরেন্টে নারীরা যেতে পারবেন না। ধর্মীয় নেতাদের মত, এতে লিঙ্গ মিশ্রণ ঘটে। তাই তাঁরা দ্বারস্থ হয়েছিলেন তালিবান সরকারের। আর তাতেই সরকারের এই নিদান। আফগান কর্মকর্তাদের দাবি, নারীদের হিজাব না পরা এবং নারী-পুরুষ মেলামেশা আটকাতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আপাতত, এই নির্দেশ হেরাত প্রদেশের খোলা রেস্তোরাঁর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সেখানে যেতে পারবেন শুধুমাত্র পুরুষরা। তবে মনে করা হচ্ছে, পরে পার্কেও এই নিষেধাজ্ঞা জারি হতে পারে। বলা হয়েছে, 'বিশিষ্ট' মানুষদের বারবার অভিযোগ আসার পরে 'গণ্যমান্য' ব্যক্তিদের পরামর্শ নিয়েই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নারী এবং পুরুষ একসঙ্গে কাজ করা ঠেকাতেও উদ্যোগী হচ্ছে সরকার, সূত্রের খবর এমনটাই।

মহিলা-২০ আন্তর্জাতিক সভা জয়পুরে

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি.স.): দ্বিতীয় মহিলা-২০ আন্তর্জাতিক সভা ১৩ থেকে ১৪ এপ্রিল রাজস্থানের জয়পুরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই বৈঠকটি লিঙ্গ বৈষম্যের সমস্যাগুলি মোকাবেলা করতে এবং বিশ্বব্যাপী মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে উন্নীত করতে ১৮টি জি-২০ দেশ জুড়ে ১২০ জন মহিলাকে একত্র করবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। ১৩-১৪ এপ্রিল এই দুই দিন নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ ডিজিটাল বিভাজন এবং রূপান্তর, টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্য নির্ধারণের মতো বিষয়গুলির উপর মূল বক্তৃতা এবং প্যানেল আলোচনার বৈশিষ্ট্য থাকবে।

রোহিঙ্গা আটক

● প্রথম পাতার পর

রোহিঙ্গা। তারা অবৈধ ভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে। এরপর বিএসএফ ইন্টালিজেন্ট ব্রাঞ্চেবকর্মীরা আটককৃতদের তেলিয়ামুড়া রেল পুলিশের কাছে হস্তান্তরিত করে।

পরবর্তীতে তাদের তেলিয়ামুড়া জিআরপি পুলিশ এবং বিএসএফ ইন্টালিজেন্ট ব্রাঞ্চের কর্মীরা জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে জানতে পারে তারা ভারতের ত্রিপুরার বিশালগড় বর্ডার সংলগ্ন এলাকা দিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করেছে। মূলত তাদের গন্তব্য স্থল ছিল ব্যাঙ্গালোর। শিশু মহিলা সহ যে পাঁচজন রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী আটক হয়েছে তারা হল- মোহাম্মদ রশিদ, পারমিন বেগম, মোহাম্মদ উসমান ও খাইরুল আমিন সহ একটি ২ বছরের শিশু কণ্যা রয়েছে।

শেষ খবর লেখা পর্যন্ত আটক ব্যক্তিরা কেন ভারতের পাড়ি দিয়েছিল এবং কোথায় যাচ্ছিল বা তাদের সাথে আর কে কে ছিল, কোথায় যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল , এই সমস্ত বিষয়গুলা নিয়ে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন জিআরপি ডিএসপি সৌমেন সরকার।

তবে ভারতে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশে করার পেছনে মূলত কি কারণ রয়েছে নাকি কোন সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে বাস্তব রূপ দিতে তাদের ভারতে অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণ তথ্য বেরিয়ে আসবে সঠিক তদন্তের মধ্য দিয়ে। তবে জিআরপি ডিএসপি জানিয়েছেন, বুধবার তাদের আদালতে তোলা হবে।

সুধাংশু দাস

● আটের পাতার পর

আবেদনপত্র জমা পড়ে। এরমধ্যে ৩৬৭টি আবেদনপত্র উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। গত অর্থবছরে ড. বি আর আম্বেদকর মেরিট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে ৬৩৩৮ জন ছাত্রছাত্রী।

সভায় দপ্তরের অধিকর্তা জানান, বাবু জগজীবন রাম ছাত্রাবাস যোজনায় সোনামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ে ৫০ আসন বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এই যোজনায় ১০০ আসন বিশিষ্ট রাঙ্গামাটি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে, ৫০ আসন বিশিষ্ট হরিনা হাইস্কুলে এবং ৫০ আসন বিশিষ্ট পাবিয়াছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ছাত্রীনিবাস নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, ১৭টি বোর্ডিং হাউস সংস্কারে ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ইনকাম জেনারেশন প্রকল্পে ২৪,১০৪ জনকে ১৯ কোটি ৩ লক্ষ টাকা সহায়তা করা হয়েছে। ৩২টি এসসি আদর্শ গ্রামের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী আদর্শ গ্রাম যোজনায় ৭ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। দক্ষতা উন্নয়নে ১২৯০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও গত অর্থবছরে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট নিগমগুলি থেকে রাজ্যের তপশিলি জাতি সম্পদায়ের ৫২৮৭ জনকে ২৯ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার ঋণ দেওয়া হয়েছে। সভায় তিনি তপশিলি জাতি ও জনজাতির উপর নৃশংসতা রোধ বিষয়ক ব্যবস্থাদি নিয়েও আলোচনা করেন।

মৃত্যু চার

● প্রথম পাতার পর

জনৈক এলাকাবাসী জানিয়েছেন, সোমবার রাতে বোধজংনগর থানার অন্তর্গত দূর্গা চৌধুরীপাড়ায় কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন দুইজন রাজমিস্ত্রী। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় অপর বাইক এসে তাদেরকে ধাক্কা দেয়। তাতে বাইক চালক সহ উসমান মিয়া গুরুতর আহত হয়েছেন। এলাকাবাসী ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে খবর দেয় দমকলবাহিনীকে। দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে তাদেরকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে জি বি হাসপাতালে নিয়ে যান। আজ সকালে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় উসমান মিয়া মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

তিনি আরও জানিয়েছেন, উসমান মিয়া আড়ালিয়া মুসলিম পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। বাইক চালক আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ডোনার মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বীমা যোজনায় ২০১৭-১৮ থেকে ২০২২-২৩ সাল পর্যন্ত ৯০ হাজার ৭০ জন ক'ষকের ৬.০৯ কোটি টাকার দাবি নিপত্তি করা হয়েছে। সভায় রাজ্যে রূপায়িত এমজিএন রেগা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা- গ্রামীণ, জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন প্রকল্পগুলির অগ্রগতিও তুলে ধরা হয়।

সচিব জানান, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ প্রকল্পে শুরু থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত রাজ্যে ২.২৭ লক্ষ ঘর নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আগে ছিল ৩ হাজার ৩৩৩টি। তিনি জানান, রাজ্যের ৪ লক্ষ ১৩ হাজার ৫৪৬ জন মহিলা স্বসহায়ক গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত হয়েছে। স্বসহায়ক গোষ্ঠীগুলিকে ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। তিনি জানান, রাজ্যে জলজীবন মিশনে ৪ লক্ষ ৫৮ হাজার ৯৪০টি গ্রামীণ পরিবারকে ট্যাপ কানেকশনের মাধ্যমে পানীয়জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ৩ হাজার ৬৭০টি বিদ্যালয়কে ট্যাপের মাধ্যমে পানীয়জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও সভায় স্বচ্ছ ভারত মিশন গ্রামীণ ফেজ-২, প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা, প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্পদ যোজনা, পিএমইজিপি, স্ট্যাণ্ড আপ ইণ্ডিয়া, ন্যাশনাল আয়ুষ মিশন, আয়ুমান ভারত হেলথ এণ্ড ওয়েলনেস সেন্টার, ন্যাশনাল হেলথ মিশন, প্রধানমন্ত্রী মাত্রবন্দনা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-আরবান, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা, জনজাতি কল্যাণ, সংখ্যালঘু কল্যাণ, পর্যটন, জাতীয় সড়ক, ইন্টারনেট, রেল, বিমান জলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাজ্যের অগ্রগতি তথ্য পরিসংখ্যানের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

সভা শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় কেন্দ্রীয় ডোনার, পর্যটন ও সংস্ক'তি মন্ত্রী জি কিষাণ রে- বলেন, ত্রিপুরায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকাশের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার নেত'ত্বে ত্রিপুরা বর্তমানে বিকাশের পথে অগ্রসর। পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ জনকল্যাণমুখী প্রকল্পসমূহ রূপায়ণের মধ্য দিয়ে রাজ্যকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, পরিকাঠামো উন্নয়ন যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ স'ষ্টি করবে তেমনি জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলি মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা নেবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেত'ত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরাকে উন্নত রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছে। ত্রিপুরার বিকাশে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সব ধরণের সহযোগিতা করা হবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর জনকল্যাণে নিরন্তর কাজ করে চলেছে।

গাফিলতির অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

তুলে মৃত শিশুর পরিজনদের একাংশ হাসপাতালে সাময়িক উত্তেজনা শুরু করে।এ বিষয়ে বিশালগড় মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জে এম দাস জানান, এ ধরনের ঘটনা অনেক সময় ঘটে। সকালে যখন হাসপাতালে আসে তখন প্রসবের কোন লক্ষন ছিল না। তাঁর প্রত্যাশিত প্রসবের তারিখ ছিল আগামী মে মাসের পনের তারিখ। তাই ভর্তি করানো হয়নি। স্বাভাবিক চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তবে শিশুর ওজন মাত্র দেড় কিলোগ্রাম। তিনি জানান গর্ভবতী মায়ের স্বামী ভিন দেশে থাকে। সঠিক যত্নের অভাবে অর্থাৎ নিয়মিত ঔষধপত্র সেবন না করায়,পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার না খাওয়ায় শিশুটির বৃদ্ধি থেমে যায় ।তাই কর্তব্যরত চিকিৎসক গর্ভবতী মায়ের সোনোগ্রাফি টেস্ট করানোর পরামর্শ দেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শেষ রক্ষা হয়নি ।বর্তমানে মৃত শিশুর মা তানিয়া লস্কর সুস্থ আছেন বলে জানান মহাকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর জে এম দাস ।ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান বিধায়ক সুশান্ত দেব। তিনি চিকিৎসক এবং হাসপাতালে চিকিৎসারত সন্তানহারা মায়ের সঙ্গে কথা বলেন। কথা বলেন তাদের পরিজনদের সঙ্গে। বিধায়ক সুশান্ত দেব জানান ঘটনাটি দুর্ভাগ্যজনক। কী কারণে শিশুর মৃত্যু হয়েছে খোঁজ নেবেন বলে তিনি জানান। গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। যদি গাফিলতি হয়ে থাকে তবে নিশ্চয়ই তদন্তক্রমে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

অফিসটিলায়

● প্রথম পাতার পর

ঘরে থাকা নগদ অর্থসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। খবর দেওয়া হয় বিশালগড় থানায়। বিশালগড় থানার ইন্সপেক্টর বিশ্বজিৎ দাস সহ টিএসআর জোয়ান ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যান। জানাযায় বাসুদেব চক্রবর্তীর স্ত্রী উনার নেশাগ্রস্ত ছেলেকে গত শুক্রবার রাত ৮ঃ৩০ মিনিটে আগরতলা নরসিংহস্তিত নেশা মুক্তি কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পর নিকটবর্তী আত্মীয়র বাড়িতে থেকে পড়েন। মঙ্গলবার প্রাইভেট কোম্পানির স্টেটমেন্ট দেওয়ার জন্য বাড়িতে মঙ্গলবার দুপুর দুইটাই ছুটে এসে দেখতে বাড়ি ঘরের দরজার তালা ভেঙে চোরের দল করে মধ্যে প্রবেশ করে নগদ অর্থসহ কাগজপত্র চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যায়। তবে এই উক্ত চোরের সঙ্গে অফিসটিলা এলাকারই শুভঙ্কর মালাকার জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ করেন চুরি হয়ে যাওয়া বাড়ির মালিক বাসুদেব চক্রবর্তীর শালক। উক্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে যান অফিসটিলা শুভঙ্কর মালাকারের বাড়িতে কিন্তু তার বাড়িতে যাওয়ার পর শুভঙ্কর মালাকারকে না পেয়ে তার পরিবারের সদস্যদের বলে আসেন অতি দ্রুত যেন বিশালগড় থানায় শুভঙ্কর মালাকারকে নিয়ে হাজির হয়।

জুড়ি মেলা ভার

● প্রথম পাতার পর

চকচকে কালো বা সাদার মধ্যে ডোরাকাটা চেহারার ছোট-বড় আকারের বহু তরমুজ। দাম নাগালের মধ্যেই। গোটা তরমুজ কুড়ি পঁচিশ থেকে শুরু করে ৫০ টাকা কিলো দড়ে বিক্রি হচ্ছে। ঠিক একইভাবে দোকানিরা তরমুজ ডাব নিয়ে সারিসারি ভাবে বসে রয়েছেন পোস্ট অফিস চৌহমুনি থেকে প্যারাডাইস চৌমুহনি পর্যন্ত। মহারাজগঞ্জ বাজারেও একই অবস্থা। বটতলা থেকে শুরু করে প্রত্যেক জায়গায় এখন চোখ ঘুরালে তরমুজের দেখা মেলে। পিচ করে ও বিক্রি হচ্ছে। এক পিচ কুড়ি টাকা। ভেতরটা টকটকে লাল। দেখলে খেতে ইচ্ছে করবেই। এক টুকরো খেলে জলের তৃষ্ণা অনেকটাই মিটে যায়। আর তরমুজটি যদি কোন ঠান্ডা জায়গায় রাখা থাকে তাহলে তো কথাই নেই। ফল বিক্রেতা লিটন পাল জানালেন কালো রঙের তরমুজ গুলি আসে ব্যাঙ্গালোর থেকে। আর ডোরাকাটা তরমুজ গুলি শিলিগুড়ি, ইউপি এবং আসামের কিছু অঞ্চল থেকে আসে। তবে রাজ্যের যে উৎপাদন তা দিয়ে মানুষের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয় বলে তার অভিমত। তরমুজের চেয়ে ডাবের দাম অনেক বেশি। ৬০, ৭০, ৮০ টাকা দামে একটি ডাব বিক্রি হচ্ছে। তবে ডাবের যোগান চাহিদার তুলনায় অনেক কম বলে লিটনের বক্তব্য। তার দোকানেই দাঁড়িয়ে একজন ক্রেতা ডাব খাচ্ছিলেন। তিনি বলেন গরমে আমি দোকানে থাকা বিভিন্ন কোম্পানির পানীয় থেকে ডাব বা তরমুজ খেতে বেশি পছন্দ করি। কারণ এগুলি প্রাকৃতিক জিনিস। তারমধ্যে নানা ধরনের গুনাগুন রয়েছে যা শরীরের পক্ষে খুবই উপকারী। চিকিৎসকরাও এই ধরনের রসালো ফল খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। চিকিৎসকদের মতে এই ধরনের রসালো ফল যা প্রকৃতি থেকে পাওয়া যায় তা খেলে শুখা মৌরসুমে বিভিন্ন ধরনের রোগের হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া সম্ভব। তাই বাজারে বিক্রি হওয়া বিভিন্ন নামিদামি কোম্পানি ঠান্ডা পানির চেয়ে এই ধরনের রসালো ফলের গুনাগুন জেনেই অনেকে এই খাবারের প্রতি আকৃষ্ট হন। আধুনিক যুগে যতই ঠান্ডা পানীয় আসুক না কেন তার চেয়ে বাজারে তরমুজ, ডাব, কলা এবং আখের রসের চাহিদা অনেক বেশি। শুধু তাই নয় বরফ গলতে শুরু করেছে জলবায়ু শুষ্ক হচ্ছে। এই অবস্থার মধ্যেই মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা চালিয়ে যাচ্ছেন। আবহাওয়াবিদরা বলছেন বৈশাখের আগ পর্যন্ত গরম বাড়তেই থাকবে। অর্থাৎ গোটা এপ্রিল মাস এমনকি মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত গরমের দাপাদাপি চলবে দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে। এর জন্য আগাম সতর্ক জারি করেছে হাওয়া অফিস। বিশেষ করে কলকাতা, দিল্লি, গুজরাট, রাজস্থান, হরিয়ানা এবং উত্তর-পূর্বের বেশ কয়েকটি রাজ্যে পারদ তরতর করে বাড়ছে। ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই কম। হাওয়া অফিস আরো জানিয়েছে এবার বর্ষা একটু দেরিতে আসবে। ফলে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে আমজনতার মধ্যে। বিশেষ করে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলে ধারণা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

রাজ্য অতিথিশালায় সংস্কৃতি বিষয়ক সভায় কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। আগরতলার রাজ্য অতিথিশালায় আজ সংস্ক'তি বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সংস্ক'তিমন্ত্রী জি কিষাণ রে-। সভায় রাজ্যের তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস এবং ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা, সঙ্গীত নাটক একাডেমি, ললিত কলা একাডেমি এবং সাহিত্য একাডেমির আধিকারিকগণ সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও শাখার বিভিন্ন কাজকর্ম ও বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় কেন্দ্রীয় সংস্ক'তিমন্ত্রী রাজ্যের তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির খোঁজখবর নেন। কেন্দ্রীয় সংস্ক'তিমন্ত্রী বলেন, সাংস্ক'তিক ঐতিহ্যের নিরিখে ত্রিপুরায় কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে। তিনি বৈঠকে উত্থাপিত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস দেন। সভায় কেন্দ্রীয় সংস্ক'তিমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ও কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক।

কনক্লেভ অনুষ্ঠিত

● আটের পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেত'ত্বে এখন দুই দেশের সম্পর্কের স্বর্ণযুগ চলছে। তিনি রাজ্যে পর্যটন, ব্যবসা বাণিজ্যের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন অদূর ভবিষ্যতে ত্রিপুরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার হয়ে উঠবে ।আলোচনায় অংশ নেন ভারতে জাপানের রাষ্ট্রদূত হিরোসি সুজকি, বাংলাদেশ বিদেশ প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম। অতিথিগণ 'এসেসিং কানেক্টিভিটি বিটুইন নর্থ ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড বাংলাদেশ : টুয়ার্ডস এ প্রসপারাস বে অব বেঙ্গল রিজিয়ন' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন এশিয়ান কনফ্লুয়েন্সের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সব্যসাচী দত্ত।

তিস্তা খাল থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার

চোপড়া, ১১ এপ্রিল (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানার হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তিস্তা খাল থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম মহম্মদ মজিবুল(৩৫)। বাড়ি ফাঁসিদেওয়ার সুদামগছ এলাকায়। এদিন দুপুরে স্থানীয় বাসিন্দারা তিস্তা খালের ফল ব্রিজ এলাকায় দেহটি ভাসতে দেখে। খবর চাউর হতেই প্রচুর মানুষের ভিড় জমতে শুরু করে এলাকায়। পরে মৃতের বাড়ির লোক চোপড়া থানা এলাকায় গিয়ে দেহটি শনাক্ত করেন। মৃত ওই যুবক সোমবার ভোরবেলা থেকে নিখোঁজ ছিলেন বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে।

লংতরাইভ্যালি মহকুমা হাসপাতাল সম্পসারণের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বর্তমানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রয়েছে। যা এই অ'লের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি ভালো দিক। আজ সচিবালয়ের ২নং কনফারেন্স হলে উদয়পুর-মেলাঘর সড়কের উন্নীতকরণ এবং ২০ শয্যা বিশিষ্ট লংতরাইভ্যালি মহকুমা হাসপাতাল সম্পসারণের ভার্চয়ালি উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় পর্যটন, সংস্ক'তি ও উত্তর পূর্বা'ল উন্নয়ন মন্ত্রী (ডোনার) জি কিষাণ রে- একথা বলেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও তিনটি প্রকল্পের ভার্চয়ালি শিলান্যাস করেন কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রী। এই প্রকল্পগুলি হলো- মনু বনকুলস্থিত ধম্মদীপা স্কুলের বালিকা আবাস, আগরতলার রামনগরস্থিত ত্রিপুরেশ্বরী শিশু মন্দির বিদ্যালয়ের ভবন-কাম-শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও উদয়পুরের ফুলকুমারীতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় পর্যটন ও সংস্ক'তিমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলি দ্রতগতিতে উন্নয়নের দিশায় এগিয়ে চলছে। উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলিতে পর্যাপ্ত প্রাক'তিক সম্পদের পাশাপাশি শিল্প স্থাপনের উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে। এগুলিকে কাজে লাগিয়ে উত্তর পূর্বা'লের উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। কেন্দ্রীয়মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন উত্তর পূর্বা'লের উন্নয়ন ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলির সঙ্গে উন্নয়নের ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করছে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় বিভিন্ন মন্ত্রকের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও বরিষ্ঠ আধিকারিকগণ এখন থেকে নিয়মিত উত্তর পূর্বা'লের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি পরিদর্শন করবেন এবং উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করবেন।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলিতে রেল, সড়ক, বিমান ও জলপথের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে গুরুত্ব সহ কাজ করছে। রেল যোগাযোগের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে ৭৮ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ করছে। তিনি বলেন, উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলিতে আকাশপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। বর্তমানে উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলিতে মোট ১৭টি বিমানবন্দর চালু রয়েছে। কেন্দ্রীয়মন্ত্রী বলেন, সড়কপথ ও জলপথের মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও সুদ'ঢ় করতে কেন্দ্রীয় সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে। শিল্প স্থাপন সহ পর্যটন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলিকে কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করে কাজ করার জন্য বলেন কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের ডোনার মন্ত্রকের সার্বিক সহযোগিতায় ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলিতে পরিকাঠামোগত, সংস্ক'তিগত সহ বিভিন্ন বিষয়ে উন্নয়নের কাজ দ্রতগতিতে চলছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলির সার্বিক উন্নয়নে আন্তরিক উদ্যোগ নিয়েছেন। ফলে গত ৯ বছর ধরে উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলির ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। ফলে উন্নয়নের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলির সঙ্গে দিল্লির ব্যবধান অনেকটাই কমে গেছে। উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলির উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী যে প্রতি'বদ্ধ তা এই অ'লের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমেই প্রকাশ পাচ্ছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সচিব প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, রাজস্ব দপ্তরের প্রধান সচিব পুনীত আগরওয়াল সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিব ও সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন।

নর্থ-ইস্ট সিকিউরিটি এডুকেশন এণ্ড গ্লোবাল এমপ্লয়বিলিটি কনক্লেভ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলির উন্নয়নকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত হল উত্তর পূর্বা'লের উন্নয়ন না হলে ভারত এগিয়ে যেতে পারবেনা। এই লক্ষ্যে গত নয় বছরে শুধুমাত্র পূর্বোত্তরের রাজ্যগুলির উন্নয়নের জন্য পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। আজ সকালে হোটেল পলো টাওয়ারে সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব প্রাইভেট সিকিউরিটি ইণ্ডাস্ট্রি (ক্যাপসি) আয়োজিত নর্থ-ইস্ট সিকিউরিটি এডুকেশন এণ্ড গ্লোবাল এমপ্লয়বিলিটি কনক্লেভে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় উত্তর পূর্বা'ল উন্নয়ন (ডোনার), সংস্ক'তি ও পর্যটন মন্ত্রী জি কিষান রে- একথা বলেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সবসময় বলে থাকেন উত্তর পূর্বা'লকে বাদ দিয়ে সমগ্র দেশ কখোনই এগিয়ে যেতে পারবেনা। প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য হল আগামী দিন এই অ'লকে ভারতের গ্রোথ ইঁনি হিসেবে গড়ে তোলা। এই কর্মসূচিকে সামনে রেখেই দেশের বর্তমান সরকার কাজ করে চলেছে। তিনি বলেন, গত নয় বছরে এই অ'লের উন্নয়নের জন্য অনেক কাজ করা হয়েছে। ২০১৪ সালের পূর্বে উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলিতে বিমানবন্দরের সংখ্যা ছিল ৯টি। এখন এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৭তে দাঁড়িয়েছে। এতগুলি বিমানবন্দর তৈরী হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই এই অ'লের ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প, পর্যটনের বিকাশ হচ্ছে। এই সময়ে শুধুমাত্র জাতীয় সড়ক নির্মাণ এবং সংস্কারের জন্য ২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশী ব্যয় করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উত্তর পূর্বা'ল উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী রে- বলেন, যে সমস্ত গ্রামে এখনও সেল ফোনের সংযোগ গড়ে ওঠেনি সেখানে আগামী ৫০০ দিনের মধ্যে এই যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলিতে বিশ্বমানের পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। এই অ'লকে ভারতের জন্য উইণ্ডো অব সাউথ এশিয়া হিসাবে ভাবা যেতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী বলেন, উত্তর পূর্বা'লের উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত কাজ করা দরকার তার সবই করা হবে। অবস্থানগত দৃষ্টিকোন থেকে এই অ'ল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর একদিকে যেমন রয়েছে মায়ানমার, তেমনি অন্যদিকে রয়েছে বাংলাদেশ এবং চীন। তাই এই অ'লের বিকাশে সবাই মিলে একসাথে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, এখানকার সবচেয়ে বড় চ্যালে' হচ্ছে রোজগার। এই চ্যালে' মোকাবেলা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তিনি বলেন, উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলির ছেলেমেয়েরা দেশের বিভিন্ন অংশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কাজ করছে। তাদের এই ভূমিকা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। দেশের রাজধানী দিল্লীতে উত্তর পূর্বা'লের ছেলেমেয়েরা যাতে কোন সমস্যার মুখে না পড়েন সেজন্য নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বেসরকারী নিরাপত্তারক্ষীদের কর্মদক্ষতা এবং সুযোগ সুবিধা আরও বাড়ানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করে উত্তর পূর্বা'ল উন্নয়ন মন্ত্রী এই ক্ষেত্রে যাতে পূর্বোত্তরের রাজ্যগুলির ছেলেমেয়েদের আরও বেশী করে আনা যায় তার জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন, ২০১৮ সালে বিজেপি আইপিএফটি সরকার রাজ্যে ক্ষমতাসীন হবার পর ত্রিপুরার উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেত'ত্বে সমগ্র দেশের সঙ্গে ছোট রাজ্য ত্রিপুরাও এগিয়ে চলেছে। তিনি বলেন, আমাদের সবার লক্ষ্য এক। তা হচ্ছে ভারতকে সব দিক দিয়ে আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্যাপসির চেয়ারম্যান কুমার বিক্রম সিং।

ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা ও উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মোদী সরকার : অমিত শাহ

ইটানগর, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : ভারতের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং উন্নয়নের জন্য নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অরুণাচল প্রদেশের ভারত-চিন সীমান্তঘেঁষা আনজাও জেলার কিবিথু গ্রামে আজ মঙ্গলবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডু, উপ-মুখ্যমন্ত্রী চাওনা মেইন, পরিষদীয় মন্ত্রী বামাং ফেলিক্স, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি বিয়ুরাম বহগে, সাংসদ তাপির গাও বিধায়ক দাচাংলু পুল এবং রাজ্য পুলিশ, আইটিবিপি ও সাধারণ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিক সহ স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে আয়োজিত প্রাতঃরাশ অনুষ্ঠানে বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।দুদিনের সফরসূচি নিয়ে অরুণাচল প্রদেশ এবং অসমে এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গত কাল তিনি অরুণাচল প্রদেশের ভারত-চিন সীমান্তঘেঁষা আনজাও জেলার কিবিথু গ্রামে ''ভাইব্রেন্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম'', 'গোল্ডেন জুবিলি বর্ডার ইলুমিনেশন প্রোগ্রাম'-এর অধীনে অরুণাচল প্রদেশ সরকারের নির্মিত নয়টি মাইক্রো হাইডেল প্রকল্প সহ লিকাবালি (অরুণাচল প্রদেশ), চাপরা (বিহার), নুরানাদ (কেরালা) এবং বিশাখাপত্তনমে (অন্ধ্রপ্রদেশ) পরিকাঠামো বাড়ানোর জন্য ইন্দো-তিব্বত বর্ডার পুলিশ (আইটিবিপি)-এর বহু প্রকল্প উদ্বোধন করেছেন ।আজকের বৈঠকে গতকালের মতো ফের চিনের দিকে আঙুল তুলে অমিত শাহ বলেন, ভারতে যতদিন মোদী সরকার রয়েছে, এক ইঞ্চি দূরের কথা, কেউ আমাদের সুচাগ্র জমিও দখল করতে পারবে না। আমাদের দেশের দিকে কুনজর দেওয়ার ধৃষ্টতা দেখাতে পারবে না কেউ। সে দিন অতীত, যেদিন ভারতের মাটিতে আগ্রাসন চালানোর চেষ্টা করত প্রতিবেশী রাষ্ট্র। আজ আমাদের সীমান্ত অঞ্চলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী নাগরিদকদের ক্ষমতায়ন ও দৈনন্দিন জীবনশৈলী উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করছে মোদী সরকার ।কিবিথু গ্রাম থেকে ভারতীয় বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে অসমের ডিব্রুগড়ের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

নিশ্চিন্তপুর রেল প্রকল্প ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও মজবুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে : ডোনার মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ককে আরও দৃঢ়ভাবে মজবুত করতে নিশ্চিন্তপুর রেল প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। মঙ্গলবার নিশ্চিন্তপুর রেলস্টেশন পরিদর্শনে গিয়ে একথা দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন ডোনার মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি ।তাঁর দাবি, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উভয় দেশের বাণিজ্যিক স্বার্থে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে খুবই আগ্রহী। এটি একটি আন্তর্জাতিক রেলওয়ে স্টেশন। এই স্টেশন দিয়ে ভারত থেকে ট্রেন বাংলাদেশে প্রবেশ করবে ।তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যখন নয়াদিল্লি সফরে গিয়েছিলেন, তখন আমি তাঁর সাথে দেখা করেছিলাম এবং এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে প্রচন্ড বিলম্বের বিষয়টি তুলে ধরেছিলাম। তিনি আমাদের পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং বাংলাদেশের পক্ষে উদ্বৃত্ত জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কিছু সমস্যা ইতিমধ্যেই সমাধান করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি, এই প্রকল্পে ডোনার মন্ত্রকের মোট খরচ ৭০০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। এদিন তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন,আগামী বছর প্রকল্পটি উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীর হাত দিয়েই উদ্বোধন হবে।

জ্যোতিরাও গোবিন্দরাও ফুলের জন্ম দিবস রাজ্যেও যথাযথ মর্যাদায় পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। মহারাষ্ট্রের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব জ্যোতিরাও গোবিন্দরাও ফুলের জন্ম দিবস মঙ্গলবার রাজ্যেও বিজেপির উদ্যোগে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়েছে। জ্যোতিরাও গোবিন্দরাও ফুলে ছিলেন একজন ভারতীয় সমাজকর্মী, ব্যবসায়ী, বর্ণ-বিরোধী সমাজ সংস্কারক এবং মহারাষ্ট্রের লেখক। তিনি অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথা নির্মূল এবং নারী ও নিপীড়িত বর্ণের মানুষদের শিক্ষিত করার করেছেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীবাই ফুলে ছিলেন ভারতে নারী শিক্ষার পথপ্রদর্শক। ফুলে ১৮৪৮সালে পুনেতে তাত্যাসাহেব ভিড়ের বাসভবন বা ভিদেওয়াড়ায় মেয়েদের জন্য তার প্রথম স্কুল শুরু করেন। তিনি, তার অনুসারীদের নিয়ে নিম্নবর্ণের লোকদের জন্য সমান অধিকার অর্জনের জন্য সত্যশোধক সমাজ গঠন করেছিলেন। সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষ এই সমিতির একটি অংশ হতে পারে ,যা নিপীড়িত শ্রেণীর উন্নতির জন্য কাজ করেছিল। .ফুলেকে মহারাষ্ট্রের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়। আজ উনার জন্ম দিবস সারা রাজ্যব্যাপী বিজেপির উদ্যোগে পালন করা হয়। প্রতিটি বুথ অফিস, মন্ডল অফিসে আজ উনার জন্ম দিবস পালন করা হয় ।তারই অঙ্গ হিসেবে বড়দোয়ালি মন্ডল অফিসেও পালিত হয় উনার জন্মদিন।

অঙ্গন

সদর এ-র বিশালগড় জয় ১ম জয়ের স্বাদ পেলো খোয়াই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। সদর এ-র টানা জয়। খোয়াইও প্রত্যাশিত জয় পেয়েছে তেলিয়ামুড়ার বিরুদ্ধে। সোমবার প্রথম ম্যাচে তেলিয়ামুড়াকে হারানোর পর সদর-এ আজ ৮২ রানে বিশালগড়কে হারিয়ে অনেকটা বড় বাঁধা অতিক্রম করে নিয়েছে। খেলা হচ্ছে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে। নরসিংগড় পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত খেলায় শুরুতে টস জিতে সদর-এ প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৪২.৩ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১৭২ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে রাহুল দেবনাথের ৩১ রান, অতনু রায়ের ২৭ রান, অয়ন রায়ের ২২ রান উল্লেখযোগ্য। বিশালগড়ের নয়ন আহমেদ ২৫ রানে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছে। রিজোয়ান আলমও পেয়েছে তিনটি উইকেট ৩৫ রানের বিনিময়ে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বিশালগড়ের ইনিংস ৯০ রানে থেমে যায়। ২২ ওভার খেলে সান আলির অপরাজিত ১৯ এবং অধিনায়ক শুভজিৎ দাসের ১৪ রানের সুবাদে তারা ৯০ রান সংগ্রহ করে। সদর এ-র সাহিন জামান চৌধুরী তিনটি এবং বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, মিমন দাস ও রাহুল দেবনাথ প্রত্যেকে দুইটি করে উইকেট পেয়েছে। শাহিন পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের খেতাব।

মোহনপুর স্কুল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত গ্রুপের অপর খেলায় খোয়াই ৭ উইকেটের ব্যবধানে তেলিয়ামুড়াকে পরাজিত করে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে। সকাল সাড়ে নটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে খোয়াই প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে তেলিয়ামুড়া ৩০.৫ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১১৭ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে নবজিৎ কর অপরাজিত থেকে সর্বাধিক ৩৯ রান পায়। খোয়াইয়ের বিশাল সূত্রধর বোলিংয়ে দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছে ৩৪ রানের বিনিময়ে চারটি উইকেট দখল করে। প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাবও যায় তার দখলে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে খোয়াই ২৪.৫ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে শুভজিৎ পালের অপরাজিত অর্ধশতক এবং ওপেনার পাপন আচার্যের ২৭ রান দলকে দ্রুত জয় এনে দেয়। শুভজিৎ ৬৮ বল খেলে নটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫২ রানে অপরাজিত থাকে। তেলিয়ামুড়ার পংকজ দাস, শান্তনু দাস ও দিব্যজিত দাস প্রত্যেক একটি করে উইকেট পেয়েছে।

বিলোনিয়াকে হারিয়ে সাব্রুমের চমক সোনামুড়ায় হেরে উদয়পুরও পিছিয়ে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। দারুন চমক অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের বি-গ্রুপের খেলায়।

বিলোনিয়াকে ৫২ রানের ব্যবধানে হারিয়ে সাব্রুম যেমন চমক দেখিয়েছে।

তেমনি অঘটন ঘটিয়েছে সোনামুড়া, ৭ উইকেটের ব্যবধানে উদয়পুরকে হারিয়ে। শান্তিরবাজারে বাইখোড়া স্কুল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে টস জিতে সাব্রুম প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত ৪৫ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ২৪৮ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ইমন ত্রিপুরা সর্বাধিক ৮২ রান পায়। ইমন ১০৩ গোল খেলে দশটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৮২ রান সংগ্রহ করেছে।

বিলোনিয়ার তপন ঘোষ ২২ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বিলোনিয়া ৩৮.২ ওভার খেলে ১৯৬ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। দলের পক্ষে নজরুল ইসলাম শুভ-র অর্ধশতক ও শুভম রায়ের ৪০ রান চোখে পড়লেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। সাব্রুমের বোলার অভিজিৎ ত্রিপুরা ৩২ রানে চারটি এবং ইমন ত্রিপুরা ২৮ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ইমন পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব।

সাব্রুম স্কুল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত গ্রুপের অপর খেলায় টস জিতে উদয়পুর প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ব্যাটিং নৈপুণ্য দেখাতে পারেনি। সোনামুড়ার তানভীর সোহেল ও জুয়েল হোসেনের বোলিং দাপটে উদয়পুর ৬১ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়, ১৬.৪ ওভার খেলে।

উদয়পুরের শ্রীমান দেবনাথ সর্বাধিক ২৭ রান পায়। তানভীর ১৭ রানে পাঁচটি এবং জুয়েল এক রানে দুটি উইকেট তুলে নেয়। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে সোনামুড়া মূলতঃ লো-স্কোরিং টার্গেট পেয়ে ১৪.৩ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। সানোয়ার হোসেনের ১৭ রান এবং রায়হান আহমেদের অপরাজিত ১৫ রান দ্রুত দলকে জয় এনে দেয়। দুর্দান্ত বোলিং এর সৌজন্যে তানভীর পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব।

জয়ের হ্যাট্রিক গন্ডাছড়ার টানা জয় লংতরাই ভ্যালিরও

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। জয়ের হ্যাট্রিক গন্ডাছড়ার। পর পর খেলায় কাঞ্চনপুর ও কমলপুরকে হারানোর পর আজ, মঙ্গলবার ধর্মনগরকে হারিয়ে গন্ডাছড়ার ছেলেরা জয়ের হ্যাটট্রিক করে নিয়েছে। টানা তিন ম্যাচে জয়ের সুবাদে গন্ডাছড়া যথারীতি সেমিফাইনালের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। পরবর্তী ম্যাচে লংতরাইভ্যালিকে হারাতে পারলেই কেল্লা ফতে গন্ডাছড়ার। কৈলা শহরের আর কে আই স্কুল গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ধর্মনগর প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৪৫ ওভারে করে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৭৯ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অধিনায়ক কার্তিক পাল ও সৈকত বিশ্বাস দুজনেই ২৪ করে রান সংগ্রহ করলেও অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৫ রান। গন্ডাছড়ার বোলার রাজেশ দেববর্মা তিনটি উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে গন্ডাছড়া ৪২.৪ ওভার খেলে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে ওপেনার সুদীপ চক্রবর্তীর অনবদ্য অপরাজিত ৭২ রান দলের জয়ের পেছনে মুখ্য ভূমিকা নেয়। অধিনায়ক প্রতীক বিশ্বাস পেয়েছে ৩১ রান। ওপেনার সুদীপ চক্রবর্তী পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব।

কৈলাশহরের আরকেএম স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত গ্রুপের অপর ম্যাচে লংতরাইভ্যালি আট উইকেটের ব্যবধানে কাঞ্চনপুরকে পরাজিত করেছে। লংতরাইভ্যালির পক্ষে এটি টানা দ্বিতীয় জয়। টস জিতে এলটিভি প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নিলে কাঞ্চনপুর ৪২.১ ওভার খেলে ১৫৪ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে তাপস রিয়াংয়ের ৩১ রান ও রুপম নাথের ২৯ রান উল্লেখযোগ্য।

এল টিভির তুজিম দেওয়ান ও অনিকেত রায় তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। পাল্টাবে ব্যাক করতে নেমে লং তরাইভ ওপেনার অর্ঘ্যদীপ চৌধুরী অপরাজিত থেকে ৭৭ রান সংগ্রহ করে দলকে জয় এনে দেয়। সঙ্গে সুজিত ঋষি দাসের ২৩ রানও উল্লেখযোগ্য। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে অর্ঘ্যদীপ প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে।

ব্যাট-বলের দাপটে আমবাসাকে পর্যুদস্ত করে টানা জয় সদর বি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। সদর বি-র জুনিয়র ক্রিকেটাররাও সাফল্যের লক্ষ্যেই এগুচ্ছে। ২৮২ রানের বিশাল ব্যবধানে আমবাসাকে হারিয়ে সদর বি-র দ্বিতীয় জয় ফাইনালিস্টের ইঙ্গিত-ই দিচ্ছে। খেলা ছিল বিশালগড়ের জাঙ্গালিয়া গ্রাউন্ডে। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে সদর-বি প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে সীমিত ৪৫ ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ৩১৯ রান সংগ্রহ করে।

দলের পক্ষে দ্বীপ দে-র ৬৬ রান, উজ্জয়ন বর্মনের ৪৮ রান ও অমিত সরকারের ২৫ রান উল্লেখযোগ্য। আমবাসার প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী ও উত্তম দেবনাথ দুটি করে উইকেট পেয়েছিল।

জবাবে আমবাসা ব্যাট করতে নামলে সদর বি-র তিন বোলার মাহিন, নিতিশ ও অমিতের বিধ্বংসী বোলিংয়ে আমবাসা মাত্র ৩৭ রানে ইনিংস শেষ করে নিতে বাধ্য হয়।

আপ্রান লড়ে বাইশ ওভার টিকেছিল কিন্তু ব্যাটে বলে রান সংগ্রহে তেমন সক্ষম হয়নি।

মাহিন চৌধুরী তিন ওভার বল করে তিনটি ম্যাডেন দিয়ে অর্থাৎ কোন রান না দিয়ে তিনটি উইকেট তুলে নেয় এবং প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়।

এছাড়া, নীতিশ কুমার সাহানি পাঁচ রানে তিনটি এবং অমিত সরকার চার রানে দুটি উইকেট পেয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

Ref :- RK Pur PS GD No-16 Dt. 06-04-2023

পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত পুরুষ মৃতদেহ। যার বয়স অনুমান ৬৫ বৎসর. উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। গায়ের বর্ণ শ্যামলা উক্ত অপরিচিত পুরুষ লোকটি গত ইং ০৬-০৩-২০২৩ তারিখ সকাল বেলা ১০টা ১০ মিনিট সময়ে চিকিৎসারত অবস্থায় টেপানিয়া গোমতী জেলা হাসাপাতালে মারা যায়। বর্তমানে উক্ত মৃত দেহটি টেপানিয়া জেলা হাসপাতালের র্গে আছে।

উপরে উল্লেখিত এই পলাতক আসামীর সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১। এসপি (ডিআইডি) গোমতী
০৩৮২১ ২২৩৫৫১ / ০৯৪০২১১৯১৩
২।ওসি রাধাকিশোর পুর থানা
০৩৮২১১ ২৫৫২৩৬ / ৯৪৩৬৪৬৭৬৩৩

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-46/23

NOTICE INVITING TENDER

Quotations are hereby invited for Hiring of 01(one) no. Mahindra & Mahindra Scorpio Vehicle inclusive fuel and driver for use of the office of the DM & Collector West Tripura District (details in e-tender portal). The tender will be received through e-tendering from 13" April 2023 at 4..00 PM to 25" April 2023 at 03.00 PM from the bidders and will be opened on 25" April 2023 at 3.30 PM, if possible.Details on website https://tripuratenders.gov.in and https://westtripura.nic.in.

(Aniruddha Roy, TCS-Gr-I)
Senior Deputy Magistrate,
O/o, the DM and Collector,
West Tripura District.

ICA/C-115/23

PNIT No.: 01/EE/WRD-II/2023-2024 Dated, Agartala, the 03th April 2023

The Executive Engineer, W.R Division No-II, P.N. Complex, Gurkhabasti, Agartala, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

1. Name of work: Construction of a Sluice Gate with vertical steel shutter near steel bridge on Battali - Chandanmura road over Kachi Cherra under Melaghar M.C. during the year 2022-23 (Job No. TR/01/Major works/Z023-2024)
2. Estimated Cost: Rs 6,70,84,076.00.00
3. Bid Fee: Rs 10,000.00
4. Earnest Money :- Rs.13,41,682.00
5. Last date & time for online Bidding: 03-05-2023 upto 3:00 PM

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer,
Water Resource Division No-II
Khadya Bhawan (Third Floor),
Pandit Neheru Complex, Gurkhabasti
PO-Kunjaban, Agartala, PIN-799006

ICA/C-112/23

PIIe=1 No, 01/EE/DWS/KD/2023-24 Dt. 04/04/2023

(1) DNIe-T No_01/BE/DWS/KD/2023-24
(2) DNIe-T No_02/BE/DWS/KD/2023-24
(3) DNIe-T No_03/EE/DWS/KD/2023-24
(4) DNIe-T No_04/BE/DWS/KD/2023-24
(5) DNIe-T No_05/EE/DWS/KD/2023-24
(6) DNIe-T No_06/EE/DWS/KD/2023-24
(7) DNIe-T No_07/EE/DWS/KD/2023-24 -
(8) DNIe-T No_08/EE/DWS/KD/2023-24
(9) DNIe-T No_09/EE/DWS/KD/2023-24
(10) DNIe-T No_10/EE/DWS/KD/2023-24
(11) DNIe-T No_11/EE/DWS/KD/2023-24
(12) DNIe-T No_12/EE/DWS/KD/2023-24
(13) DNIe-T No_13/EE/DWS/KD/2023-24

Period of downloading of biding documents at :-13/04/2023 to 29/04/2023
Deadline for online Bidding + 29/04/2023 up to 15.00 Hours
Date & Time of opening Bid + 01/05/2023 up to 12.00 Hours
Place of opening of Bid(s) - 0/o the Executive Engineer, DWS Division, Kumarghat
For details please contact to the office of the undersigned.

FOR AND ON BERALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

ICA/C-106/23

Executive Engineer
DWS Division Kimarghat
Unakoti Tripura

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বড়দোয়ালি মন্ডলে মুখ্যমন্ত্রীকে সংবর্ধনা দিলেন বিজেপি কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।।মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। স্পষ্ট করে বলতে হবে তাদের। তবেই তাদের সাথে আরো নীবীড় যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব। মঙ্গলবার ৮ নং টাউন বড়দোয়ালি মন্ডলের ৩৪ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে জয়নগর স্থিত আম্বেদকর স্কুলে আয়োজিত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলীয় কার্যকর্তাদের উদ্দেশ্যে এই আহ্বান জানান তিনি।

এবারের নির্বাচনে বিজেপি মহিলাদের ভোট ৩ শতাংশ বেশী পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর চিন্তা ভাবনা মহিলা স্ব শক্তিকরণ করার। সেই লক্ষ্যে মহিলারা সামিল হচ্ছেন বলে জানান তিনি। আগামী ৫ বছরে রাজ্যের চেহারা পাল্টে যাবে বলে আশা ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার, মন্ডল সভাপতি সঞ্জয় সাহা, কর্পোরেটর তুষার ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। সিপিএম এবং কংগ্রেস মিলে নির্বাচনে লড়াই করেছে। কিন্তু ২ মার্চের পর তাদের তেমন ভাবে দেখা মেলেনা। যারা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে এবং ঘটনা ঘটাবে তাদের বিরুদ্ধে শক্তহাতে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। সিপিএম এবং কংগ্রেসকে রাজনৈতিক ভাবে মোকাবেলা করার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী।

কল্যাণপুর বাজারে অগ্নিকান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১১ এপ্রিল।। সোমবার রাত পৌনে দশটা নাগাদ কল্যাণপুর থানা এলাকার বাগান বাজারে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। ভয়াবহ আগুনে বাজারের ব্যবসায়ী হারান দেব এর দোকান সম্পুর্ন ভস্মীভূত হয়। মূলত দোকান টি চালান হারান দেব এর ছেলে মৃনাল দেব। দোকান টি ভুষি মাল এবং গ্রোসারী শপ ছিলো। পাইকারী ও বিক্রি হতো এই দোকানে। রাতে আগুন দেখতে পেয়ে পাশের এক ব্যবসায়ী খবর দেন কল্যাণপুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। খবর পেয়ে ছুটে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। অগ্নি নির্বাপক দপ্তর সূত্রে খবর বৈদ্যুতিন শর্ট সার্কিট থেকেই সম্ভবত এই আগুন। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার আগেই ওই দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ক্ষয়ক্ষতি হয় প্রায় দশ বারো লাখ টাকার উপরে বলে জানা যায়। সাথে লাগোয়া আরো কয়েকটি দোকানের ক্ষতি হয়। এদিকে এই অগ্নি কাণ্ডের ঘটনায় ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত বিষয়ে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী সহ এক উচ্চ পর্যায় এর প্রশাসনিক দল পুড়ে যাওয়া ওই দোকানে যান। যদিও এলাকাটি রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী ছাড়াও এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন তেলিয়ামুড়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক রাকেশ চক্রবর্তী, কল্যাণপুর রেভিনিউ সার্কেল এর ডেপুটি কালেক্টর অঞ্জন দাস, ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্ট এর ডেপুটি কালেক্টর অমিত রায় চৌধুরী, তহশিলদার, ব্লকের ইঞ্জিনিয়ার, এডিশনাল বি ডি ও দিলীপ দেবনাথ প্রমুখ। মঙ্গলবার দুপুর বারোটা নাগাদ গিয়ে তারা দ্রুত ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেন ওই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীকে। বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী জানান একটি দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয় সাথে আরও দুইটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি ক্ষয় ক্ষতির পরিমান যাচাই করে দ্রুত ক্ষতি পূরণের নির্দেশ দেন।

সোমবার রাত পৌনে দশটা নাগাদ কল্যাণপুর থানা এলাকার বাগান বাজারে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। ভয়াবহ আগুনে বাজারের ব্যবসায়ী হারান দেব এর দোকান সম্পুর্ন ভস্মীভূত হয়। মূলত দোকান টি চালান হারান দেব এর ছেলে মৃনাল দেব। দোকান টি ভুষি মাল এবং গ্রোসারী শপ ছিলো। পাইকারী ও বিক্রি হতো এই দোকানে। রাতে আগুন দেখতে পেয়ে পাশের এক ব্যবসায়ী খবর দেন কল্যাণপুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। খবর পেয়ে ছুটে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। অগ্নি নির্বাপক দপ্তর সূত্রে খবর বৈদ্যুতিন শর্ট সার্কিট থেকেই সম্ভবত এই আগুন। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার আগেই ওই দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ক্ষয়ক্ষতি হয় প্রায় দশ লাখ টাকার উপরে বলে জানা যায়। সাথে লাগোয়া আরো কয়েকটি দোকানের ক্ষতি হয়।

উমাকান্ত সিন্থেটিক ফুটবল মাঠ পরিদর্শন করলেন ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণের পর মঙ্গলবার প্রথম বারের মতো দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় উমাকান্ত সিন্থেটিক ফুটবল মাঠ পরিদর্শন করেন। মন্ত্রী টিঙ্কু রায়ের সাথে ছিলেন ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রনব সরকার, যুগ্ম সচিব পার্থ সারথি গুপ্ত, কৃষ্ণপদ সরকার সহ টি.এফ.এ-র অন্যান্য সদস্যরা। উমাকান্ত মাঠ পরিদর্শনে গিয়ে মন্ত্রী টিঙ্কু রায় জানান ফুটবলের মরশুম চলে আসছে। মে জুন মাসে ফুটবল টুর্নামেন্ট গুলি হয়ে থাকে। উমাকান্ত মাঠে এখনো কিছু কিছু কাজ বাকি রয়েছে। যারা মাঠের কাজ গুলি করছিল তাদেরকে সাথে নিয়ে এইদিন মাঠ পরিদর্শন করা হয়েছে। অসমাপ্ত কাজ গুলি সহসাই শেষ করা হবে।

সারা ভারত কৃষক সভার প্রতিষ্ঠা দিবস রাজ্যেও পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। সারা ভারত কৃষক সভার ৮৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার দলীয় পতাকা উত্তোলন কর্মসূচির অনুষ্ঠিত হয়। সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য দপ্তরে এদিনের কর্মসূচি হয়। উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত কৃষক সেবা রাজ্য কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর। তিনি কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেশের নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বধীন সরকারকে আক্রমণ করে বলেন, দেশে বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে দেখা গেছে কৃষকদের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। কৃষকদের ফসলের অধিকার পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করে কৃষি বিরোধী আইন সামনে আনে। এর বিরুদ্ধে কৃষকরা লড়াই শুরু করে। শেষ পর্যন্ত কৃষক আন্দোলনের ফলে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কৃষকদের কাছে মাথা নত করতে হয়েছে। এবং তিনটি কৃষক বিরোধী আইন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে। এবং এ লড়াই এখনো অব্যাহত রয়েছে বলে জানান তিনি।

সেচের অভাবে চাষাবাদ ব্যাহত চিন্তিত চাষীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। দপ্তরের অবহেলায় কৃষ্ণপুর বিধানসভা এলাকার মানিকবাজার ও গোকুলনগর পঞ্চায়েতে কৃষি জমিতে গত তিন বছর ধরে জল সেচ বন্ধ হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কৃষকরা উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

সরকারি দপ্তরে কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ গ্রহন করলেন জনজাতি কল্যান দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভার অধীনে মানিক বাজার এবং গকুলনগর পঞ্চায়েতের অধীনে জলের সমস্যা নিরসনে নেমে অনিয়ম চোখে পড়ল মন্ত্রীর। পরিদর্শন কালে তিনি জানান মানিক বাজার এবং গকুলনগর পঞ্চায়েতের এর অধীনে কৃষি জমিতে সেচের জন্য এম আই দপ্তরের জল উত্তোলন মেসিন থাকলেও জল উত্তোলন হচ্ছে না।

ফলে কৃষকরা অসহায় হয়ে পড়েছে। অফিসের নজর দারির অভাবে এবং কর্মচারীদের দ্বায়িত্ব অবহেলার দরুন বিগত প্রায় তিন বছর ধরে মেসিনের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হচ্ছেনা। বিষয়টির উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী নজরে আসে। মন্ত্রী জানান যে এই বিষয়টি উপর মহলে জানাবেন এবং সঠিক ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

এশিয়ান কনফ্লুয়েন্সের উদ্যোগে তৃতীয় ভারত-জাপান ইন্টেলেকচুয়াল কনক্লেভ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। ভারত সরকার দেশের উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলির সাথে প্রতিবেশি দেশগুলির অর্থনৈতিক করিডর গড়ে তুলতে চায়। আজ সন্ধ্যায় হোটেল পলো টাওয়ারে আয়োজিত ত'তীয় ইন্ডিয়া জাপান ইন্টেলেকচুয়াল কনক্লেভের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একথা বলেন উত্তর পূর্বা'ল উন্নয়ন (ডোনার) মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি। এই কনক্লেভে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রক, শিক্ষা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ড. রাজকুমার র'ন সিং, রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্তনা চাকমা, বাংলাদেশ বিদেশ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এবং ভারতে জাপানের রাষ্ট্রদূত হিরোসি সুজুকি প্রমুখ।

রাজ্য সরকারের সহায়তায় এবং ভারতের বিদেশ মন্ত্রক ও উত্তর পূর্বা'ল পর্ষদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই কনক্লেভের বিষয় হলো 'নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ এণ্ড দি বে অব বেঙ্গল ইন দি ইন্দো পেসিফিক বিল্ডিং অন পার্টনারশিপ : দি ওয়ে ফরোয়ার্ড'। জাপান, বাংলাদেশ এবং ভারতের অতিথিগণ সম্মিলিতভাবে প্রদীপ জালিয়ে কনক্লেভের উদ্বোধন করেন। কনক্লেভে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী শ্রী রেড্ডি বলেন, উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলি প্রাক'তিক সম্পদে ভরপুর। এই অ'লের উন্নয়নে খুব কাছের প্রতিবেশি দেশগুলির সহযোগিতা ভারত ও বাংলাদেশ দুই দেশের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, গত কয়েক বছরে উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। সড়ক, রেল, বিমান পরিষেবা, অভ্যন্তরীণ জলপথ যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেত'ত্বে উত্তর পূর্বা'লের উন্নয়নে প্রায় ৫ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। যেমন ২০১৪ সালে এই অ'লে বিমানবন্দর ছিল ৯টি। বর্তমানে এই অ'লের রাজ্যগুলিতে ১৭টি বিমানবন্দর রয়েছে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি রূপায়ণের কাজ করছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, আজ তিনি আগরতলা আখাউড়া রেল সংযোগ প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করেছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের চ-গ্রাম এবং মংলা সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের ফলে এই অ'লের সাথে প্রতিবেশি দেশগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সম্পসারিত হবে। শ্রী রেড্ডি এই কনক্লেভের সাফল্য কামনা করেন।

আলোচনায় কেন্দ্রীয় পরারাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ড. রাজকুমার র'ন সিং বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেত'ত্বে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর পূর্বা'লের উন্নয়নের সম্ভাবনায় এবং উন্নতিতে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। এই অ'লের দেশগুলির সঙ্গে আর্থিক, সাংস্ক'তিক এবং কৌশলগত সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি রূপায়ণ করা হচ্ছে। তিনি এই কনক্লেভের সাফল্য কামনা করেন। আলোচনা করতে গিয়ে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন, ভারতের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে জাপানের রাষ্ট্রদূত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। সচিবালয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রীর অফিসকক্ষে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন ভারতে জাপানের রাষ্ট্রদূত সুজকি হিরোসি। মুখ্যমন্ত্রী রাষ্ট্রদূতকে পুপস্তবক ও রিসা পরিয়ে শুভেচ্ছা 'পন করেন। মুখ্যমন্ত্রী এবং জাপানের রাষ্ট্রদূতের মধ্যে আলোচনায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির সাথে উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকরণ, রাজ্যের জাইকা প্রকল্প, শিল্প সম্ভাবনা, বাঁশ সংক্রান্ত শিল্প, রাজ্যের আগর শিল্প, রাবার শিল্প, ত্রিপুরার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, পর্যটন, মানব সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও সাক্ষাতকারকালে জাপানের রাষ্ট্রদূত জাপান এবং ভারত সরকারের মধ্যে সুসম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠা বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির কথা তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জাপানের সঙ্গে ভারতের বরাবরই একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেত'ত্বাধীন ভারত সরকার এই সম্পর্ককে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সুদৃঢ় করতে গভীরভাবে আগ্রহী।

জাপানি রাষ্ট্রদূত মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহাকে জাপানি চিত্রকরের আঁকা একটি ছবি শুভেচ্ছা মারক হিসেবে প্রদান করেন। সাক্ষাতপর্বে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শুধু পরিকল্পনা গ্রহণ করলে হবে না, তা বাস্তবায়ণ করতে হবে ঃ মন্ত্রী সুধাংশু দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষের কল্যাণে রাজ্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যের ৩৪টি তপশিলি জাতিভুক্ত জনগোষ্ঠীর কাছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলির সুযোগ পৌঁছে দেবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের এক পর্যালোচনা সভায় তপশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন। গুর্খাবস্তিস্থিত জনজাতি উন্নয়ন দপ্তরের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এই পর্যালোচনা সভায় তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্রা, দপ্তরের অধিকর্তা সন্তোষ দাস, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা, বিভিন্ন জেলা ও মহকুমার উন্নয়ন আধিকারিকগণ, ডিসিএম-গণ, হোস্টেল সুপারগণ ছাড়াও ক'ষি, উদ্যানপালন, প্রাণীসম্পদ বিকাশ, পূর্ত, গ্রামোন্নয়ন, পানীয় জল, শিক্ষা, আগরতলা পুরনিগম, ট্রেডার পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। পর্যালোচনা সভায় আলোচনায় অংশ নিয়ে তপশিলিজাতি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মচারীদের তপশিলিজাতির আর্থ ও সামাজিক মান উন্নয়নে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শুধু পরিকল্পনা গ্রহণ করলে হবে না। তা বাস্তবায়ণ করতে হবে। পর্যালোচনা সভায় তপশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী জানান, আগামী ১৪ এপ্রিল সকাল ১০টায় বিধানসভা প্রাঙ্গণে সংবিধান প্রণেতা ভারতরত্ন ড. বি আর আম্বেদকরের মূর্তি স্থাপনের শিলান্যাস অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা।

পর্যালোচনা সভায় দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্রা তপশিলি জাতি অংশের মানুষের কল্যাণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি তপশিলি জাতি ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় উৎসাহিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আলোচনার সূচনা করেন তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা সন্তোষ দাস। তিনি বলেন, গত অর্থবছরে তপশিলিজাতি জনগণের কল্যাণে ১৬১টি প্রকল্প বাস্তবায়ণ করা হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৮ কোটি টাকা। তাছাড়া গত অর্থ বছরে পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশিপের জন্য ন্যাশনাল সার্ভিস পোর্টালে মোট ২১,১৫৬টি আবেদনপত্র জমা পড়েছিল। এরমধ্যে ১৮,৫৪৪টি আবেদনপত্র উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। প্রি-মেট্রিক স্কলারশিপের জন্য মোট ৭৭৪৬টি আবেদনপত্র জমা পড়েছিল। এরমধ্যে ৭২২৪টি আবেদনপত্র উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। প্রি-মেট্রিক ক্লিনিং এণ্ড হেলথ হেজার্ড প্রকল্পের জন্য মোট ৫০৮টি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভূমিকম্প প্রতিরোধে মহড়া অনুষ্ঠিত কমলপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। বিপদ সংকেত সূচক সাইরেনের আওয়াজ, অ্যাম্বুলেন্সের ছুটাছুটি, সিভিল ডিফেন্স, সীমান্ত রক্ষী বাহিনী এবং বিভিন্ন এনজিও র সদস্যদের উদ্ধার কাজ এবং আহতদের চিকিৎসা প্রদান ও মৃতদেহ গুলোকে উদ্ধার করা। ভূমিকম্পের বিপর্যয় মোকাবিলায় যে ভাবে উদ্ধার কাজে ঝাঁপিয়ে পরে দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা, সংগঠন এবং প্রশাসন, ঠিক সেভাবেই ভূমিকম্প জনিত বিপর্যয় মোকাবিলা মহড়া সম্পন্ন হলো মঙ্গলবার ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমায়।

এদিন মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে সরকারি বিভিন্ন দফতর, সিভিল ডিফেন্স, সীমান্ত রক্ষী বাহিনী এবং এনজিওর অংশগ্রহণে কমলপুর টাউন হলকে স্টেজিং এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। এদিকে, কমলপুর মহকুমা শাসকের কার্য্যালয়, কমলপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এবং মহকুমা হাসপাতালকে আক্রান্ত এলাকা হিসাবে উদ্ধারকার্য চালানো হয়েছিল। রিলিফ ক্যাম্প এবং অস্থায়ী হাসপাতাল হিসাবে দেখানো হয়েছিল কৃষ্ণচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়কে।

এদিনের কর্মসূচি সম্পর্কে মহকুমা শাসক এল ডারলং জানান, ভূমিকম্প জনিত বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তুতি যাচাই করতে এবং সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে গোটা রাজ্যের সঙ্গে কমলপুর মহকুমাতেও আজকে এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল আগাম সতর্কতা এবং প্রস্তুতি। যারা এতে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সকলকে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ধর্মনগরে চুরির হিড়িক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১১ এপ্রিল।। ধর্মনগরে চুরির হিড়িক , ঘুমে পুলিশ প্রশাসন। ধর্মনগর শহর এবং শহর লাগোয়া এলাকায় বিগত কয়েকদিন ধরে বেশ কিছু চুরির ঘটনা উঠে এলেও পুলিশ প্রশাসন শীত ঘুমে। উল্টো এই ঘটনা গুলি পুলিশ দেখেও না দেখার ভান করছে বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যে ঘটে যাওয়া চুরির ঘটনায় তেমন কোন উল্লেখ যোগ্য সাফল্য পায় নি পুলিশ। এমনকি নিজেদের ব্যর্থতার খবর ঢেকে রাখতে থানা থেকে সাংবাদিকদের চুরির ঘটনা সম্পর্কে তথ্য দিয়ে পর্যন্ত এবার সহযোগিতা করতে চাইছে না ধর্মনগর থানার পুলিশ। সোমবার রাতেও ধর্মনগরের শরত পল্লী এলাকার জনৈক পল্লব ভট্টাচার্য্যের বাড়ি থেকে কালো রঙের একটি পালসার বাইক চুরি করে নিয়ে যায় চুরে দল। অভিযোগ বাড়ির ভেতরে আরও কয়েকটি বাইক এবং গাড়ি থাকলেও রড দিয়ে গেটের তালা ভেঙ্গে রাতে শুধু পালসার বাইক টি নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোরের দল। বাইকের নম্বর টি আর ০৫ ডি ৭৬১৮। এদিকে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে গত কাল রাতে জাতীয় সড়কের নির্মান কাজে যুক্ত একসাথে ৫জন কর্মীর ৫টি মোবাইল ফোন চুরি হয়ে যায়। রাতে চোরের দল নির্মাণ কাজে যুক্ত কর্মীদের ঘড়ে হানা দিয়ে তাদের ৫টি মোবাইল চুরি করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এছাড়াও আরও ১-২ টি চুরির ঘটনার খবর শোনা গেলেও এই বিষয়ে কোন অভিযোগ থানায় জমা পড়ে নি বলে জানিয়েছেন ধর্মনগর থানার দায়িত্ব প্রাপ্ত অফিসার ইঞ্চার্জ শিবু রঞ্জন দে। ধর্মনগরে বিগত কিছু দিন ধরে একাধিক বাইক চুরির ঘটনা ঘটেছে।গত ২ দিন পূর্বে জনৈক সন্দিপ দেব নামক জনৈক ব্যাক্তির একটি পালসার বাইক ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশন চত্বর থেকে চুরি হয়ে যায়,বাইক নম্বর - টি আর ০৫ ডি ৭৩৫৫ ।পরবর্তীতে বাইক মালিক ধর্মনগর জি আর পি থানায় লিখিত অভিযোগ জানালেও,এখন পর্যন্ত বাইকের কোন হদিস পাওয়া যায় নি ।বিশেষ করে ইদানীংকালে ঘটে যাওয়া বাইক চুরির ঘটনায় একাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে চোরের দল পালসার বাইক কেই টার্গেট করছে। শহর জুড়ে পুলিশের ভুমকা নিয়ে বেশ সমালচোনা শুরু হয়েছে, যথারীতি পুলিশের নৈশকালীন প্রহরা নিয়েও ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছে।

কবি চন্দ্রকান্ত মুড়াসিং এর স্মরণ সভা আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। কবি চন্দ্রকান্ত মুড়াসিং এর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছে নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল। সংগঠনের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, শিল্প সাহিত্য জগতের এক খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সম্মাণিত, আমাদের প্রিয় সহকর্মী ও সহযোদ্ধা, কবি চন্দ্রকান্ত মুড়াসিং এর অকাল প্রয়াণে আমরা শোকাহত। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো ও তাঁর অনবদ্য সৃষ্টির মাধ্যমে যে ভাবধারা ফুটে উঠেছে, তা সর্ব সমক্ষে নিয়ে যাওয়া আমাদের কর্তব্য। আগামী ১২ এপ্রিল, সন্ধ্যা ৬ টায় আগরতলা প্রেস ক্লাবে (একতলায়) যৌথ সংগ্রাম মঞ্চের (ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক কর্মচারী সমিতি,ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক অফিসার্স ইউনিয়ন ও ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক রিটায়ার্ড ষ্টাফ এসোসিয়েশনের যৌথ মঞ্চ) উদ্যোগে এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। সমিতির প্রত্যেক সদস্য- সদস্যাদের প্রতি বিনম্র আবেদন এই স্মরণসভায় উপস্থিত থেকে চন্দ্রকান্ত মুরাসিংয়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর জন্য।

ডোকলাম মালভূমির কাছে চিনা সেনাবাহিনীর নির্মাণ কাজ ভারতের উদ্বেগ বাড়িয়েছে

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি. স.) : কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ডোকলাম মালভূমির কাছে পিএলএ-এর যোগাযোগ টাওয়ার এবং সৈন্যদের জন্য প্রায় ১০০০টি অস্থায়ী শেড নির্মাণ করে ভারতের জন্য উদ্বেগ বাড়িয়েছে চিন। ভারত-চিন-ভুটান ডোকলাম ট্রাই-জাংশন থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে, যেখানে ভারত ও চিন ২০১৭ সালে রাস্তা নির্মাণ নিয়ে তীব্র সামরিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল দুই দেশের মধ্যে। সে সময় দুই দেশের সেনাবাহিনী টানা ৭৩ দিন মুখোমুখী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এটি ভুটানের আমো চু নদী উপত্যকায় নির্মিত হয়েছে, যেখান থেকে ভারতের শিলিগুড়ি করিডোর সরাসরি লাইনে রয়েছে। এই চিনা নির্মাণ কাজের ছবি এখন সামনে এসেছে, যেখানে আমো চু নদী উপত্যকায় পিএলএ সৈন্যদের জন্য যোগাযোগ টাওয়ারের পাশাপাশি অস্থায়ী ঘাঁটি দেখান হয়েছে। এখানে হাজার হাজার পিএলএ সৈন্যদের থাকার জন্য সাম্প্রতিক মাসগুলিতে প্রায় ১,০০০টি স্থায়ী সামরিক কুঁড়েঘর এবং বেশ কয়েকটি অস্থায়ী শেড তৈরি করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ২০০৭ সালে ডোকলামে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কঠোর প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের মুখোমুখি হওয়ার পর, পিএলএ একটি বিকল্প পথ দিয়ে একই পাহাড়ে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে, যাতে এটি ডোকলামের পশ্চিমে ভারতীয় প্রতিরক্ষাকে বাইপাস করতে পারে। ডোকলাম একটি বিচ্ছিন্ন মালভূমি যা ২০১৭ সালের আগে চিন বা ভুটানের নিরাপত্তা বাহিনী দ্বারা খুব কমই টহল দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে গতিরোধের পরে, এলাকাটি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। চিন সরকার ১৯৬০-এর দশকে ভুটান, সিকিম এবং লাদাখকে "একীভূত" তিব্বতের অংশ হিসেবে দাবি করেছিল। বিপরীতে, ভারতীয় সামরিক বাহিনী বিশ্বাস করে যে ডোকলামের পশ্চিমে চিন-নিয়ন্ত্রিত ভুটানি ভূখণ্ডে যেকোনও কার্যকলাপ ভারতের নিরাপত্তা স্বার্থকে হুমকির মুখে ফেলবে। ভারতীয় নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ডোকলাম মালভূমির নিয়ন্ত্রণ চিনকে কৌশলগত সুবিধা দেবে। সিকিমের নাথু লা এবং চো লা পর্বত গিরিপথ নিয়ে ১৯৬৭ সালে ভারত-চিন সীমান্ত সংঘর্ষের পর, চিনা সামরিক বাহিনী সিকিমের ডংক্যা পর্বতশ্রেণীতে ভারতীয় সীমানাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনী উচ্চভূমির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পরে অনেক চিনা দুর্গ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তাই চিনা সেনাবাহিনী ভারতের তুলনায় চুম্বি উপত্যকায় নিজেকে দুর্বল বলে মনে করে, কারণ উপত্যকার চারপাশের উচ্চতা ভারতীয় এবং ভুটানি বাহিনীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারতের কৌশলগত শিলিগুড়ি করিডোর ভুটান এবং সিকিমের মধ্যে অবস্থিত চুম্বি উপত্যকা থেকে দৃশ্যমান।

ভারতের চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) জেনারেল অনিল চৌহান ৮-৯ এপ্রিল উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমের অগ্রবর্তী অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করেছিলেন। ভারতীয় কর্মকর্তাদের সাথে এই বৈঠক চিনের নির্মাণ কাজের বড় পরিসরে উল্লেখ করা হয়। সিকিমের ভারতীয় সীমান্ত তিব্বতের সংলগ্ন। তিব্বতের চুম্বি উপত্যকা সিকিম এবং ভুটানের মধ্যে অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে, দীর্ঘস্থায়ী ভুটান-চিন সীমান্ত বিরোধ সমাধানের জন্য দ্বিপাক্ষিক আলোচনা একটি অগ্রসর পর্যায়ে পৌঁছেছে। ভারতে উদ্বেগ রয়েছে যে ভুটান তার উত্তরে অঞ্চলগুলি ধরে রাখতে ডোকলাম মালভূমি চীনকে হস্তান্তর করতে পারে, তারপরে চিন সেখান থেকে উত্তরবঙ্গের স্পর্শকাতর শিলিগুড়ি করিডোর সরাসরি পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।